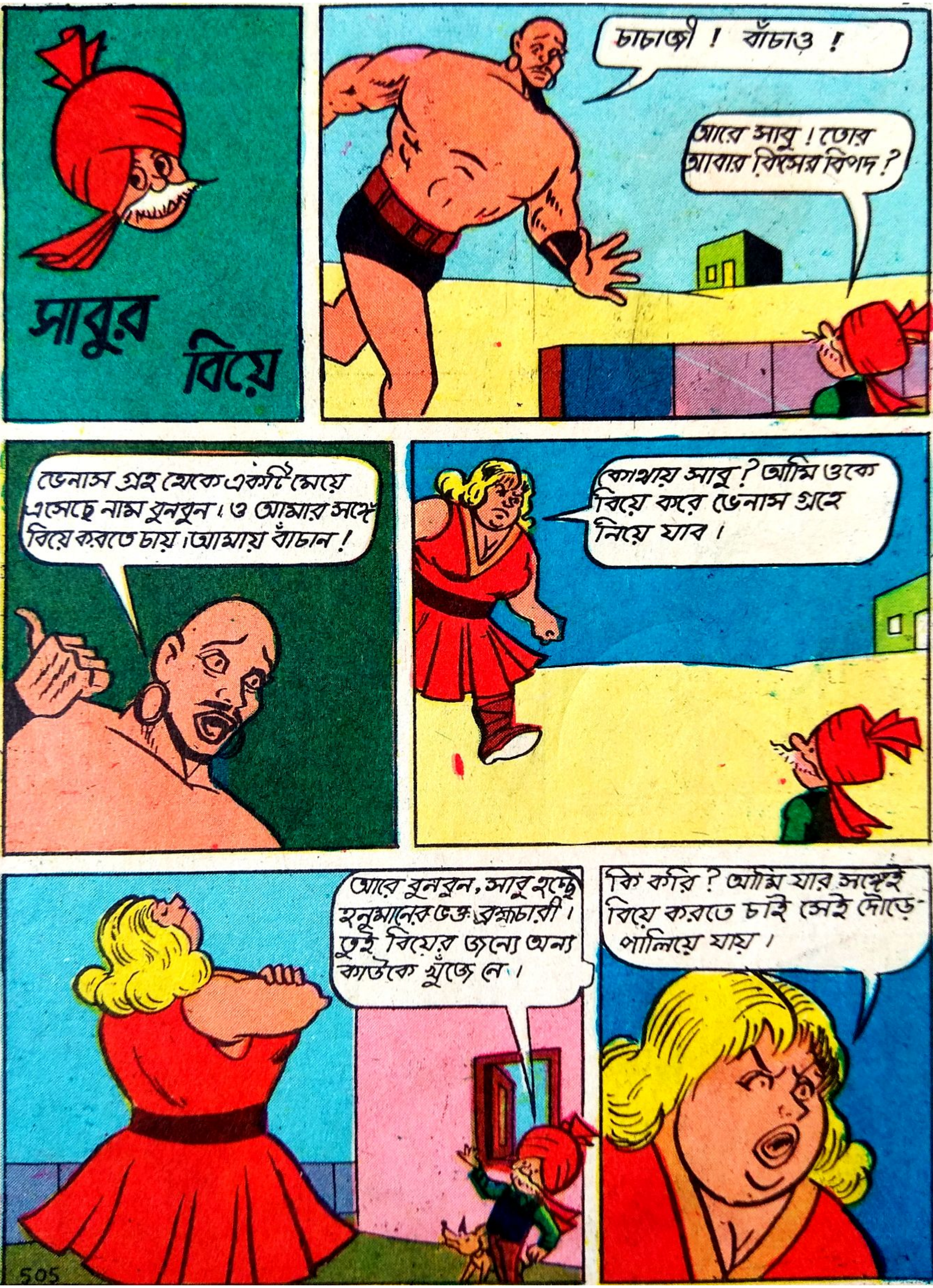
ডায়মণ্ড কমিকস্

DB-28 10.00

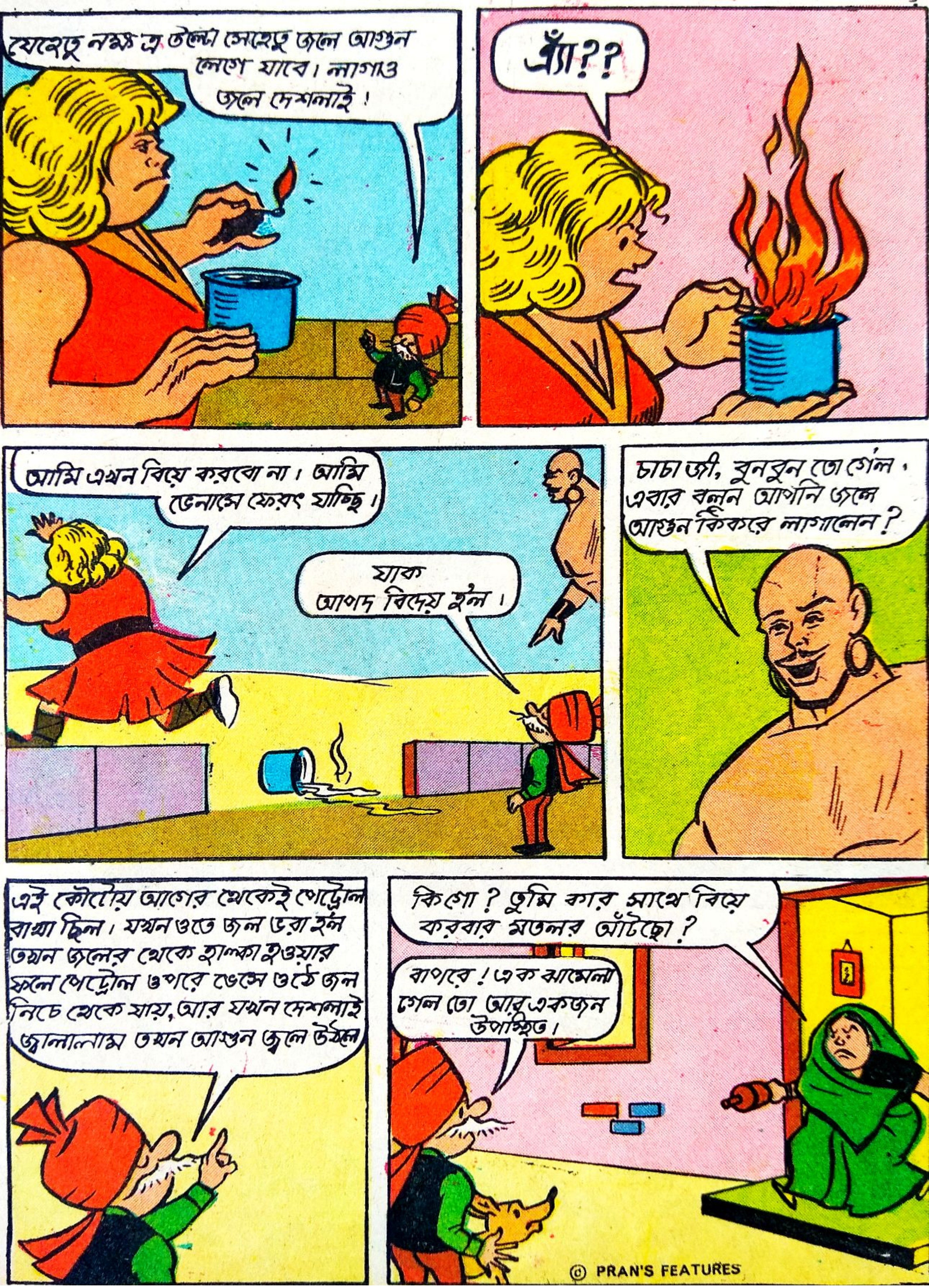
প্রাণ

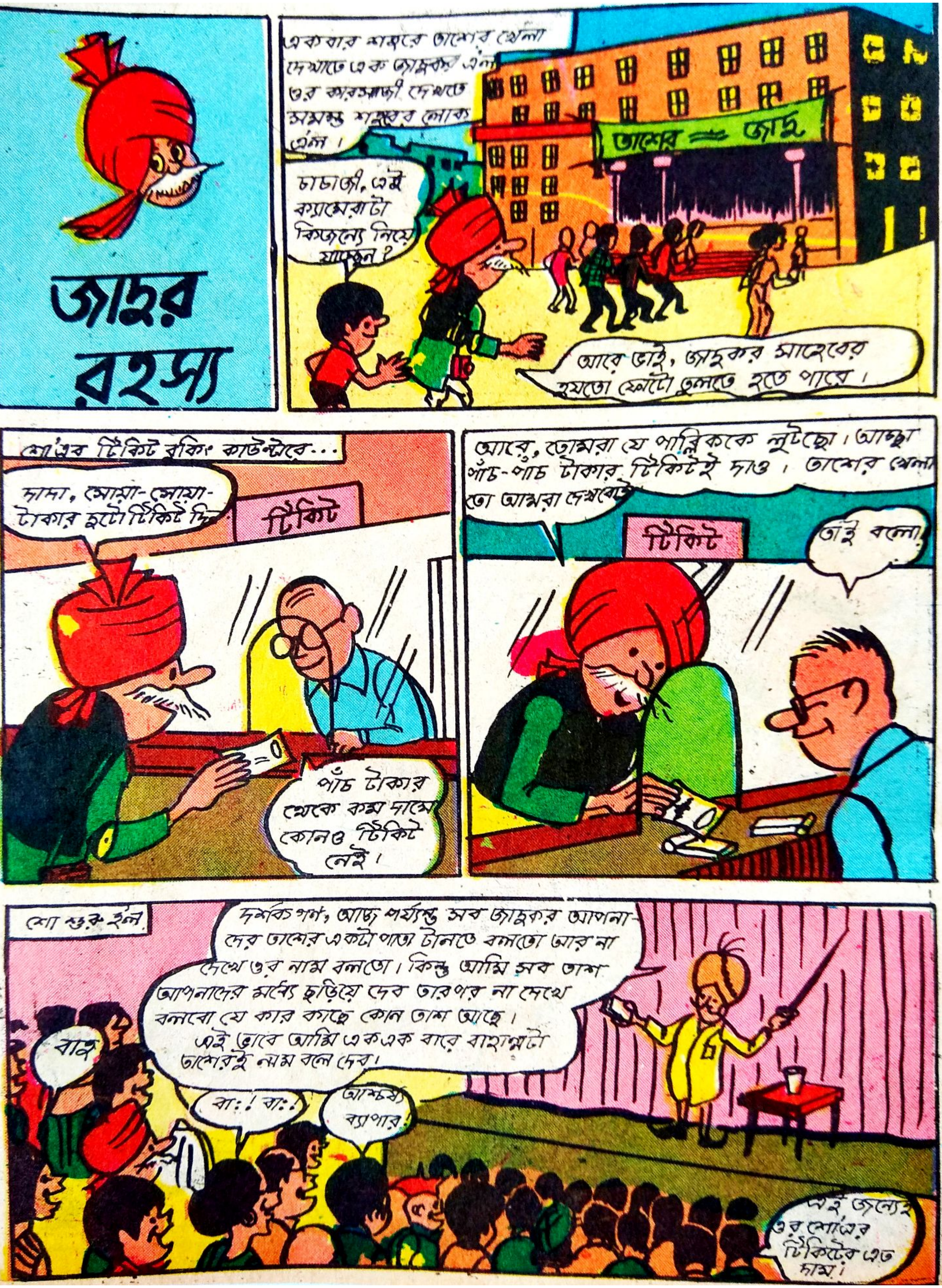
# চাচা চৌধরী ও সাবুর বিয়ে

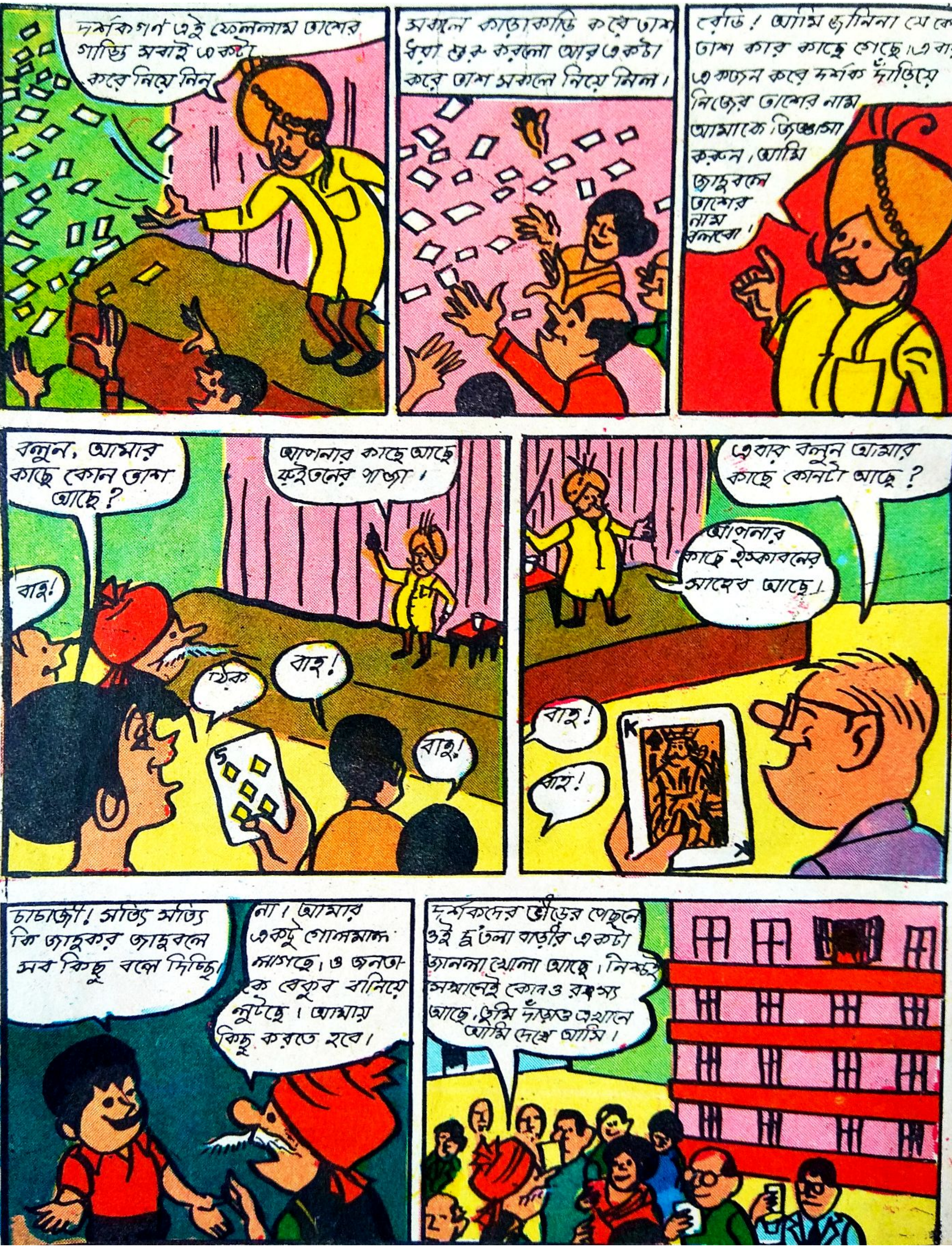


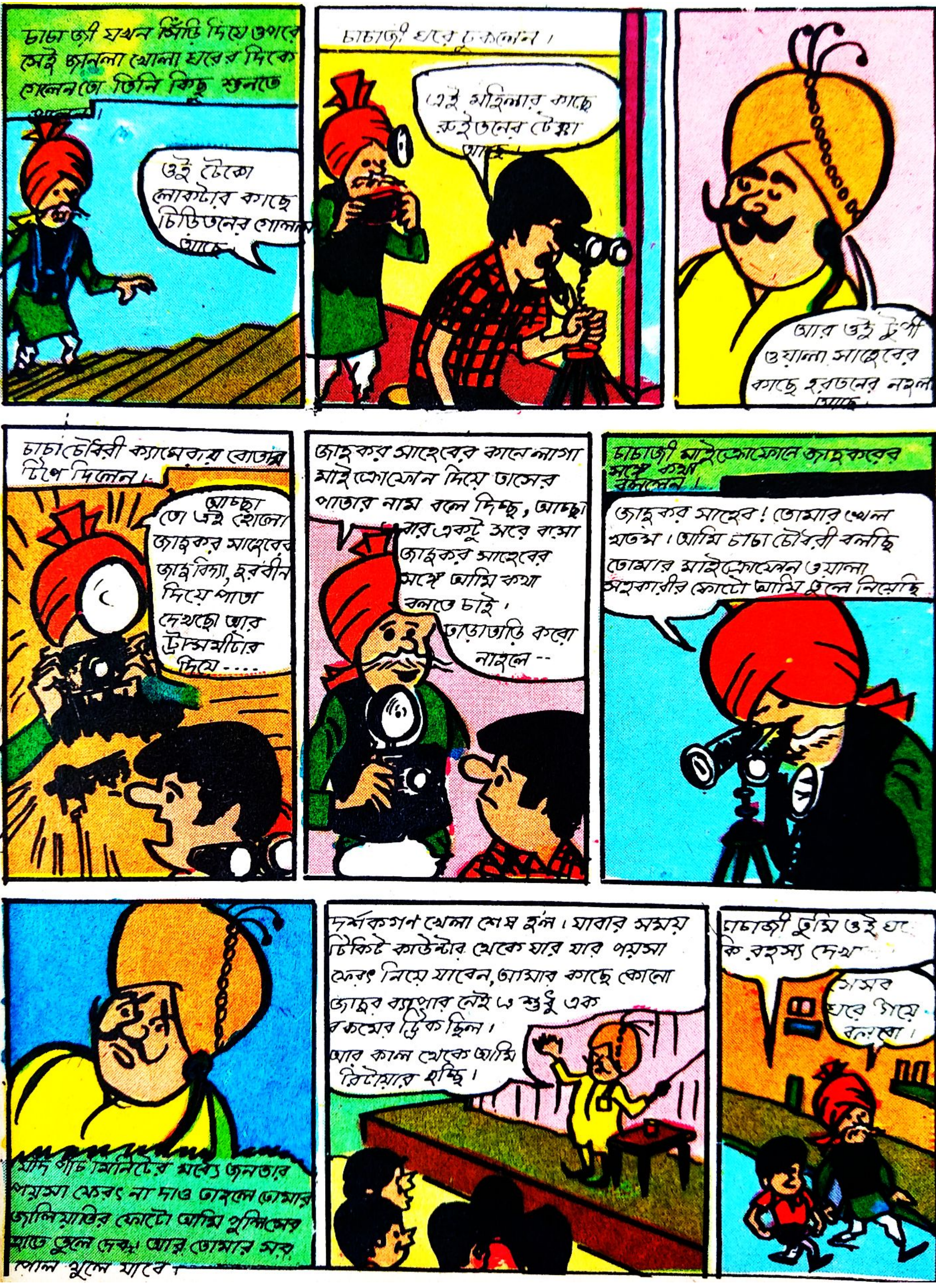

সাবুর বিয়ে
চাচাজী ! বাঁচাও !
আরে সাবু ! তোর আবার কিসের বিপদ ?
ভেনাস গ্রহ থেকে একটি মেয়ে এসেছে নাম বুনবুন। ও আমার সঙ্গে বিয়ে করতে চায়। আমায় বাঁচান !
কোথায় সাবু ? আমি ওকে বিয়ে করে ভেনাস গ্রহে নিয়ে যাব।
আরে বুনবুন, সাবু হচ্ছে হনুমানের ভক্ত ব্রহ্মচারী। তুই বিয়ের জন্যে অন্য কাউকে খুঁজে নে।
কি করি ? আমি যার সঙ্গেই বিয়ে করতে চাই সেই দৌড়ে পালিয়ে যায়।

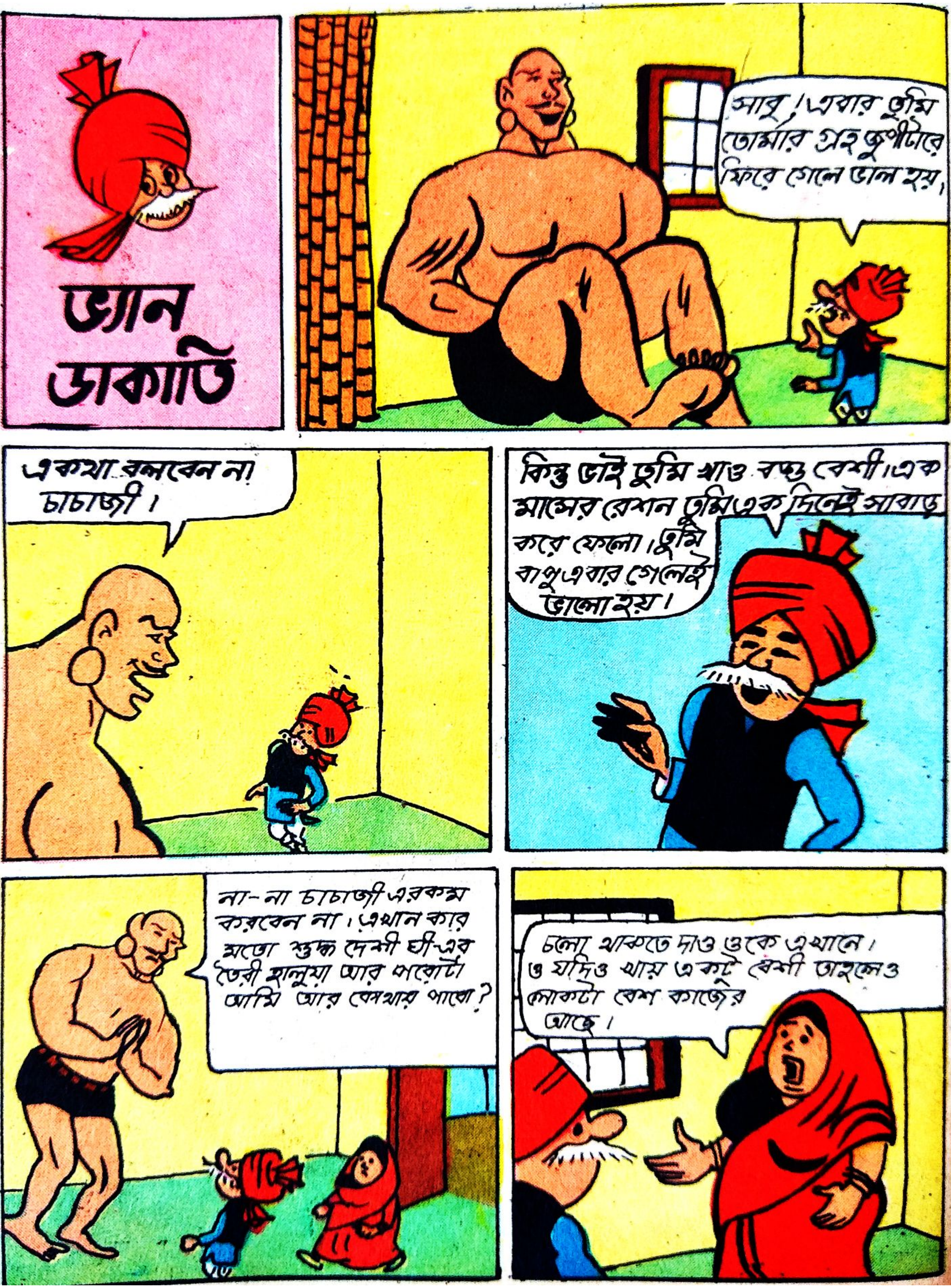

হুঁ। তার মানে তোমার নক্ষত্রই খারাপ আছে, বুনবুন।
তার মানে?
তার মানে হল এই যে উল্টো গ্রহে বিয়ে করলে সব কাজ উল্টো হবে। তুমি বরঞ্চ ফেরৎ চলে যাও।
এটা তোমার কোনও চালাকি নয়তো?☼
☼ চাচা চৌধরীর বুদ্ধি কমপিউটরের চেয়েও প্রখর।
না তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখো। আমার কথা মিথ্যা হলে সাবুর বদলে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে করবো।
সাবুকে একপাশে সরিয়ে নিজের বিয়ের ভালো মতলব এঁটেছো, দাঁড়াও তোমাকে মজা চাখাচ্ছি।
বুনবুন, এটা কি?
জল।
ঠিক। সাধারণত জলে আগুন লাগেনা।

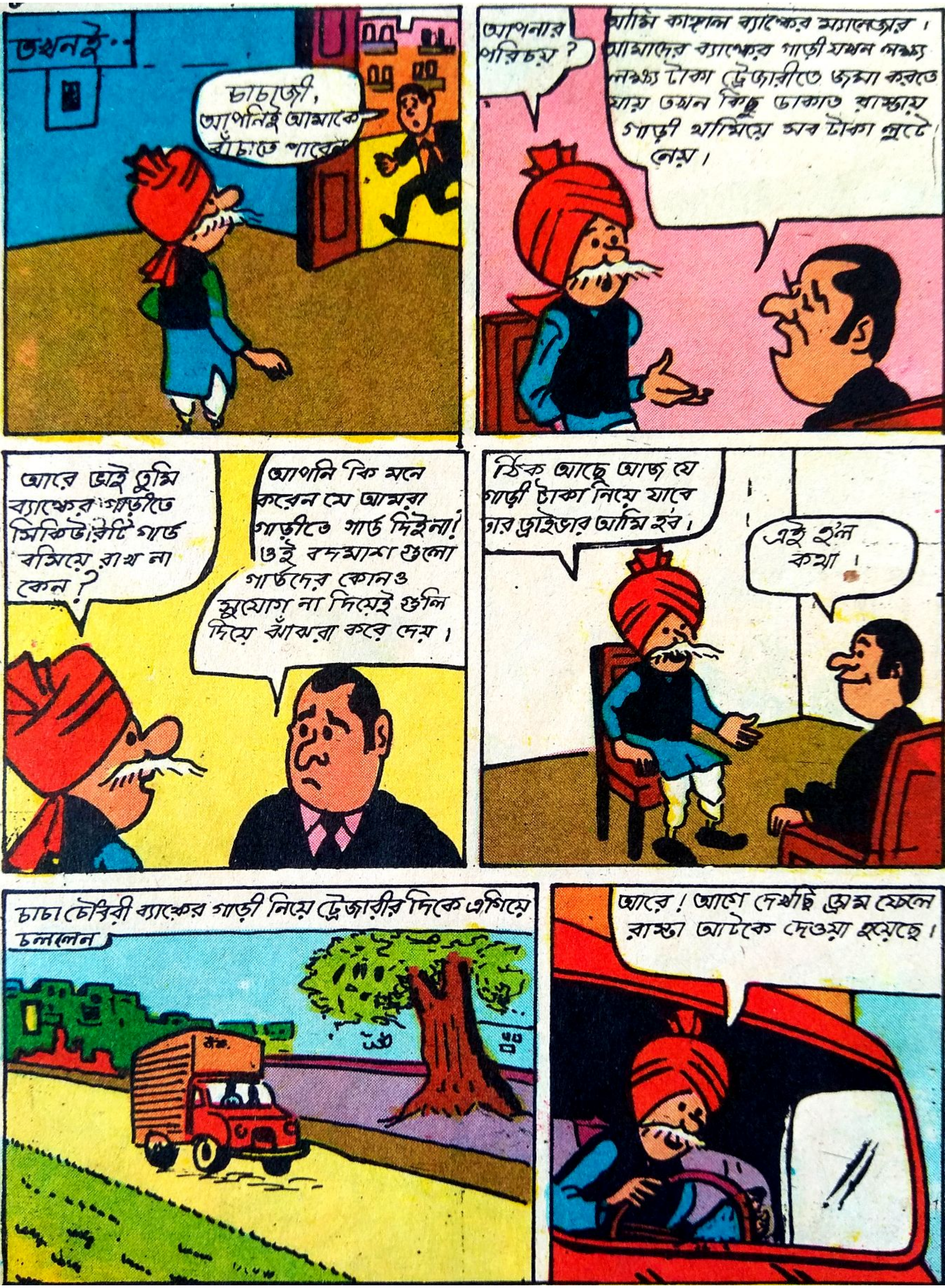

যেহেতু নক্ষত্র তল্লো সেহেতু জলে আগুন লেগে যাবে। লাগাও জলে দেশলাই!
এ্যাঁ??
আমি এখন বিয়ে করবো না। আমি ভেনাসে ফেরৎ যাচ্ছি।
যাক আপদ বিদেয় হ'ল।
চাচা জী, বুনবুন তো গেল। এবার বলুন আপনি জলে আগুন কিকরে লাগালেন?
এই কৌটোয় আগের থেকেই পেট্রোল রাখা ছিল। যখন ওতে জল ভরা হ'ল তখন জলের থেকে হাল্কা হওয়ার ফলে পেট্রোল ওপরে ভেসে ওঠে জল নিচে থেকে যায়, আর যখন দেশলাই জ্বালালাম তখন আগুন জ্বলে উঠল
কিগো? তুমি কার সাথে বিয়ে করবার মতলব আঁটছো?
বাপরে! এক ঝামেলা গেল তো আর একজন উপস্থিত।
© PRAN'S FEATURES

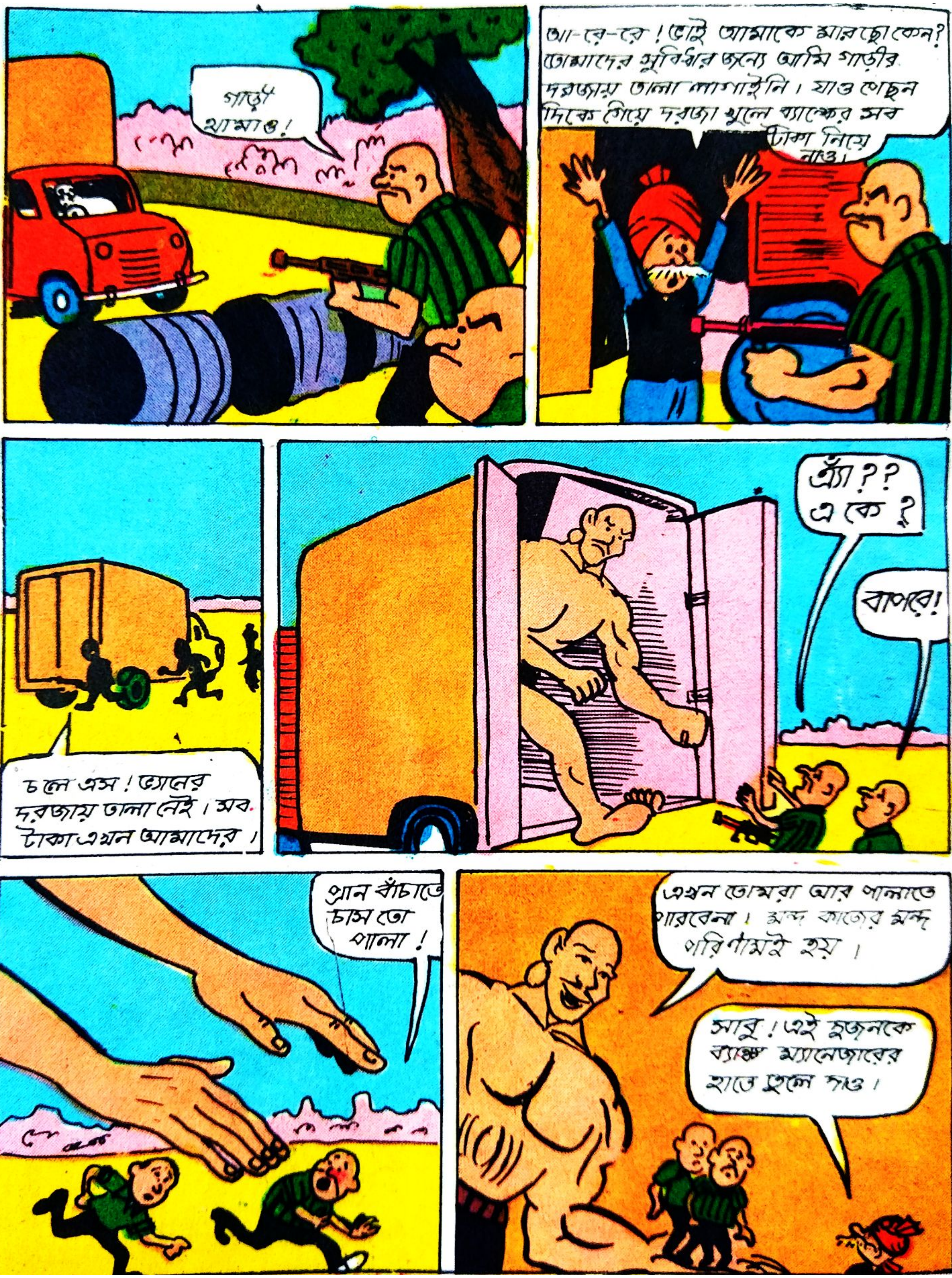

জাদুর রহস্য
একবার শহরে তাসের খেলা দেখাতে এক জাদুকর এল। ওর কারসাজী দেখতে সমস্ত শহরের লোক এল।
তাসের জাদু
চাচাজী, এই ক্যামেরাটা কিজন্যে নিয়ে যাচ্ছেন?
আরে ভাই, জাদুকর সাহেবের হয়তো ফোটো তুলতে হতে পারে।
শো'এর টিকিট বুকিং কাউন্টারে...
দাদা, সোয়া-সোয়া-টাকার দুটো টিকিট দি
টিকিট
পাঁচ টাকার থেকে কম দামে কোনও টিকিট নেই।
আরে, তোমরা যে পাব্লিককে লুটছো। আচ্ছা পাঁচ-পাচ টাকার টিকিটই দাও। তাশের খেলা তো আমরা দেখবোই
টিকিট
তাই বলো।
শো শুরু হল.
দর্শকগণ, আজ্য পর্য্যন্ত সব জাদুকর আপনা-দের তাশের একটা পাত্তা টানতে বলতো আর না দেখে ওর নাম বলতো। কিন্তু আমি সব তাশ আপনাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব তারপর না দেখে বলবো যে কার কাছে কোন তাশ আছে।
এই ভাবে আমি এক এক বারে বাহান্নটা তাশেরই নাম বলে দেব।
বাহ
বা:! বা:!
আশ্চর্য্য ব্যাপার!
এই জন্যেই ওর শোয়ের টিকিটের এত দাম।


দর্শকগণ এই ফেললাম তাশের গাড্ডি সবাই একটা করে নিয়ে নিন
সকলে কাড়াকাড়ি করে তাশ ধরা শুরু করলো আর একটা করে তাশ সকলে নিয়ে নিল।
রেডি! আমি জানিনা যে কোন তাশ কার কাছে গেছে। এবার একজন করে দর্শক দাঁড়িয়ে নিজের তাশের নাম আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি জাদুবলে তাশের নাম বলবো।
বলুন, আমার কাছে কোন তাশ আছে?
আপনার কাছে আছে রুইতনের পাঞ্জা।
বাহ্!
ঠিক
বাহ্!
বাহ্!
এবার বলুন আমার কাছে কোনটা আছে?
আপনার কাছে ইস্কাবনের সাহেব আছে।
বাহ্!
বাহ্!
চাচাজী! সত্যি সত্যি কি জাদুকর জাদুবলে সব কিছু বলে দিচ্ছি।
না। আমার একটু গোলমাল লাগছে। ও জনতাকে বেকুব বানিয়ে লুটছে। আমায় কিছু করতে হবে।
দর্শকদের ভীড়ের পেছনে ওই দুতলা বাড়ীর একটা জানলা খোলা আছে। নিশ্চই সেখানেই কোনও রহস্য আছে। তুমি দাঁড়াও এখানে আমি দেখে আসি।


চাচাজী যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সেই জানলা খোলা ঘরের দিকে গেলেন তো তিনি কিছু শুনতে
ওই টেকো লোকটার কাছে চিড়িতনের গোলাম আছে
চাচাজী ঘরে ঢুকলেন।
এই মহিলার কাছে রুইতনের টেক্কা আছে।
আর ওই টুপী ওয়ালা সাহেবের কাছে হরতনের নহলা
চাচা চৌধুরী ক্যামেরার বোতাম টিপে দিলেন।
আচ্ছা তো এই খেলো জাদুকর সাহেবের জাদুবিদ্যা, দূরবীন দিয়ে পাতা দেখছো আর ট্রান্সমীটার দিয়ে....
জাদুকর সাহেবের কানে লাগা মাইক্রোফোন দিয়ে তাসের পাতার নাম বলে দিচ্ছ, আচ্ছা
একটু সরে বসো জাদুকর সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।
তাড়াতাড়ি করো নাহলে --
চাচাজী মাইক্রোফোনে জাদুকরের সঙ্গে কথা বললেন।
জাদুকর সাহেব! তোমার খেল খতম। আমি চাচা চৌধরী বলছি তোমার মাইক্রোফোন ওয়ালা সহকারীর ফোটো আমি তুলে নিয়েছি
যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জনতার পয়সা ফেরৎ না দাও তাহলে তোমার জালিয়াতির ফোটো আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবো আর তোমার সব পোল খুলে যাবে।
দর্শকগণ খেলা শেষ হ'ল। যাবার সময় টিকিট কাউন্টার থেকে যার যার পয়সা ফেরৎ নিয়ে যাবেন, আমার কাছে কোনো জাদুর ব্যাপার নেই এ শুধু এক রকমের ট্রিক ছিল।
আর কাল থেকে আমি রিটায়ার হচ্ছি।
চাচাজী তুমি ওই ঘ
কি রহস্য দেখ
সেসব ঘরে গিয়ে বলবো।


জ্যান ডাকাতি
সাবু! এবার তুমি তোমার গৃহ কুটীরে ফিরে গেলে ভাল হয়,
একথা বলবেন না! চাচাজী।
কিন্তু ভাই তুমি খাও বড্ড বেশী। এক মাসের রেশন তুমি এক দিনেই সাবাড় করে ফেলো। তুমি বাপু এবার গেলেই ভালো হয়।
না-না চাচাজী এরকম করবেন না। এখান কার মতো শুদ্ধ দেশী ঘী-এর তৈরী হালুয়া আর পরোটা আমি আর কোথায় পাবো?
চলো থাকতে দাও ওকে এখানে। ও যদিও খায় একটু বেশী তাহলেও লোকটা বেশ কাজের আছে।


তখনই
চাচাজী, আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন
আপনার পরিচয়?
আমি কাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আমাদের ব্যাঙ্কের গাড়ী যখন লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ট্রেজারীতে জমা করতে যায় তখন কিছু ডাকাত রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে সব টাকা লুটে নেয়।
আরে ভাই তুমি ব্যাঙ্কের গাড়ীতে সিকিউরিটি গার্ড বসিয়ে রাখ না কেন?
আপনি কি মনে করেন যে আমরা গাড়ীতে গার্ড দিইনা! ওই বদমাশ গুলো গার্ডদের কোনও সুযোগ না দিয়েই গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়।
ঠিক আছে আজ যে গাড়ী টাকা নিয়ে যাবে তার ড্রাইভার আমি হব।
এই হল কথা।
চাচা চৌধুরী ব্যাঙ্কের গাড়ী নিয়ে ট্রেজারীর দিকে এগিয়ে চললেন
আরে! আগে দেখছি ড্রাম ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে।

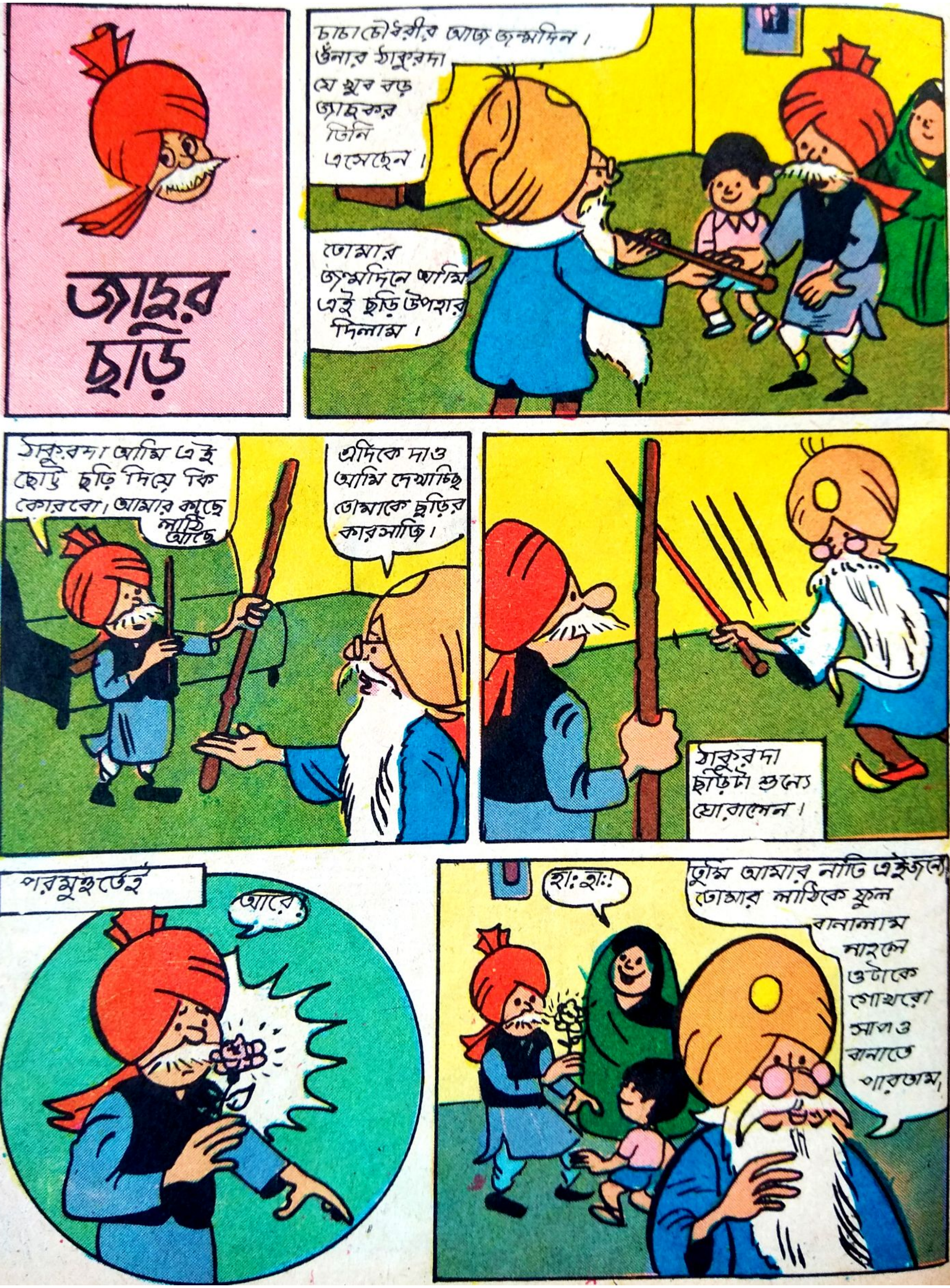


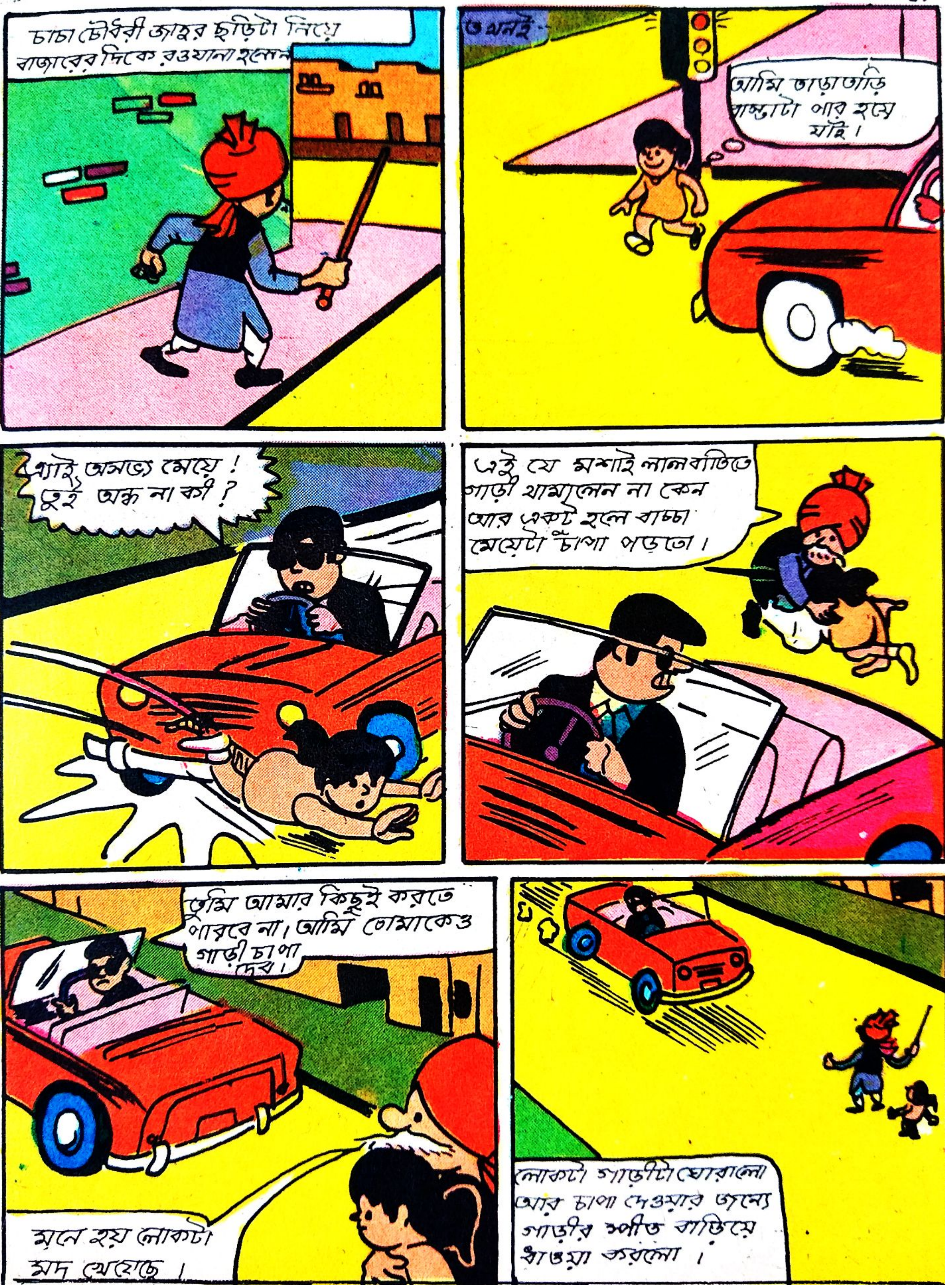
গাড়ী থামাও!
আ-রে-রে! ভাই আমাকে মারছো কেন? তোমাদের সুবিধার জন্যে আমি গাড়ীর দরজায় তালা লাগাইনি। যাও পেছন দিকে গিয়ে দরজা খুলে ব্যাঙ্কের সব টাকা নিয়ে নাও।
চলে এস! ভ্যানের দরজায় তালা নেই। সব টাকা এখন আমাদের।
অ্যাঁ?? এ কে?
বাপরে!
প্রান বাঁচাতে চাস তো পালা!
এখন তোমরা আর পালাতে পারবেনা। মন্দ কাজের মন্দ পরিণামই হয়।
সাবু! এই দুজনকে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হাতে তুলে দাও।


লোভের ফল
গিন্নী, আমি ষাঠ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে যাচ্ছি।
একটু সাবধানে যেও। আজকাল চোর ছ্যাঁচোর অনেক থাকে।
শুনলাম চাচা চৌধুরী ষাঠ হাজার টাকা নিয়ে আসছে। চলো গিয়ে ছিনিয়ে আনি।
ওহো!
আমি চাচা চৌধুরীকে আগে থেকেই সাবধান করে দিই।
চাচাজী, রাস্তার মোড়ে চারটে গুণ্ডা তোমার টাকা ছিনিয়ে নেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।
কি বললে, চারজন গুণ্ডা? তাহলে কোনও ভয় নেই। এক-জন হলে সত্যি ভয়ের কথা ছিল।
ওই যে যাচ্ছে। ওকে ধরো এখানেই।
টাকার ব্যাগটা এদিকে দাও।
একটু চঁ্যাচালেই গুলি করবো। সাবধান।

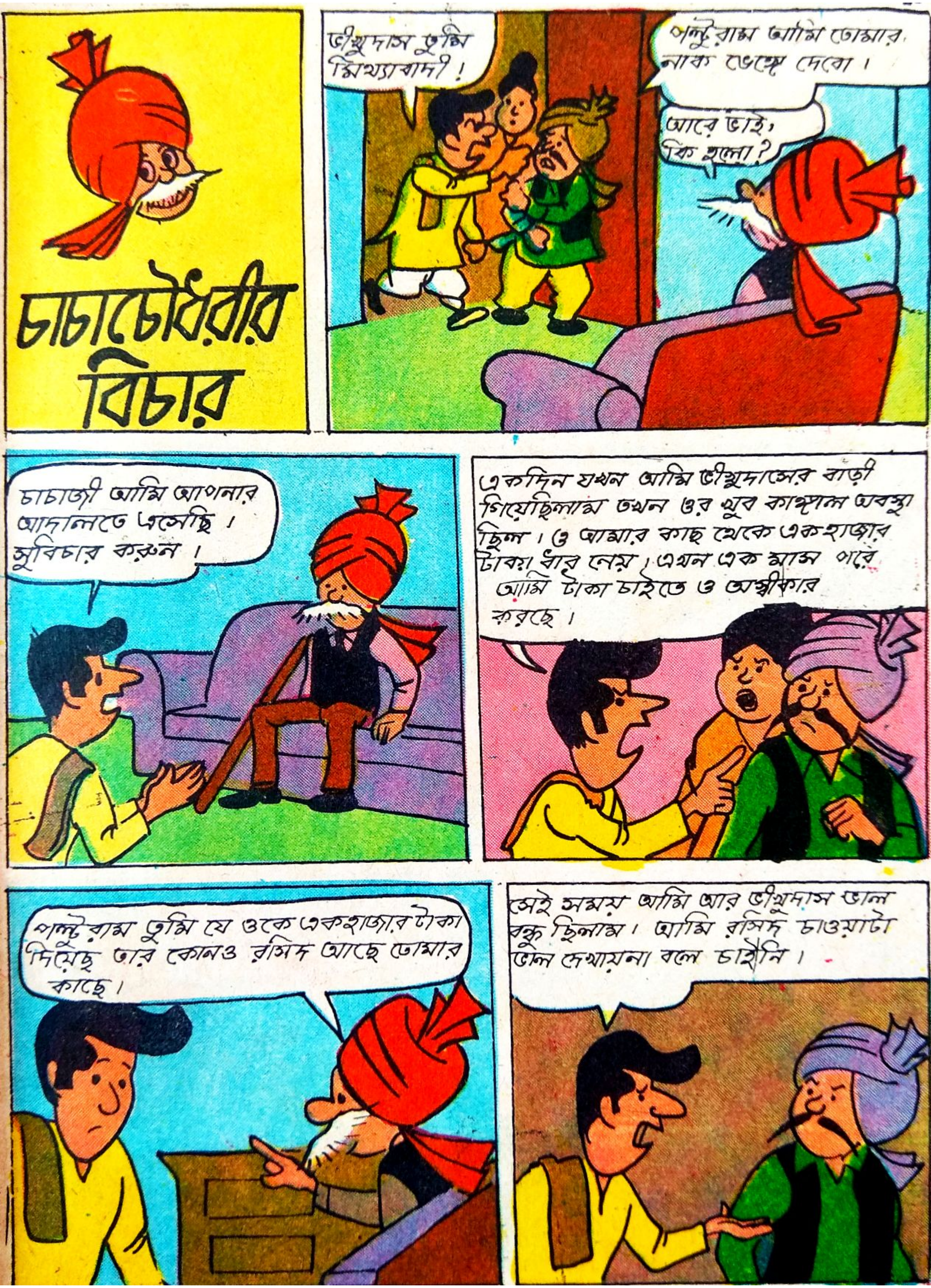

এই ব্যাগটা বড় সহজেই আমরা পেয়ে গেছি। চলো
উঁ উঁ ...
আরে ও তো কাঁদছে।
কি ভাই কাঁদছো কেন? টাকার কথা মনে পড়ছে?
না; আমি এই জন্যে কাঁদছি যে এই ষাঠ হাজার টাকায় তোমাদের চার জনের কি হবে? মাত্র পনের হাজার টাকা মাথাপিছু পাবে। যদি তোমরা তিনজন হতে তাহলে কুড়ি হাজার টাকা এক একজন পেতে।
এ তো ঠিক কথাই বলছে
কেননা আমরা এই চতুর্থ লোকটাকে মেরে ফেলি
ঠিক আছে বাকী টাকা আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব।
ওফ!
টিশুম!
কি হলো, আবার কাঁদছো কেন?
আমি ভাবছি তোমরা তিনজনের বদলে দু'জন থাকলে সোজাসুজি তিরিশ হাজার টাকা করে পেতে।
ইয়ার ও তো ঠিক কথা বলছে। কেননা আমরা এই গোপওয়ালা লোকটাকে মেরে ফেলি?
ভাল কথা।
আহ্!


আরে ও আবার কাঁদছে কেন? এবার কি হলো!?
তুমি ওদিকে একলা এস তো বলি।
তুমি শুধু ত্রিশহাজার টাকা পাবে। কেননা কোন কায়দা করো যাতে পুরো ষাট হাজার টাকা তুমি পেতে পার।
ব্যস, ব্যস আমি বুঝে গেছি বাকী কাজ আমার বন্দুক করবে।
খবরদার, ওখানেই থাক। আমি আগেই বুঝেছি যে তোমরা আমাকে মেরে সব টাকা হাতাবার ষড়যন্ত্র করেছো। এখন আমি তোমাকে মারবো।
দেখি কে কাকে মারে? আমার অব্যর্থ নিশানা থেকে কে তোমাকে বাঁচায়
ঠাশ!
ঠস
আঃ! আমার বুকে গুলি লেগেছে!
আ--আমি! ম-মরলাম!
চারটেই মরেছে। একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে জমা করে আসি টাকাটা না হলে আবার কোন ও ঝামেলা না এসে পড়ে।


জাদুর ছড়ি
চাচা চৌধুরীর আজ জন্মদিন। উনার ঠাকুরদা যে খুব বড় জাদুকর তিনি এসেছেন।
তোমার জন্মদিনে আমি এই ছড়ি উপহার দিলাম।
ঠাকুরদা আমি এই ছোট্ট ছড়ি দিয়ে কি কোরবো। আমার কাছে লাঠি আছে।
এদিকে দাও আমি দেখাচ্ছি তোমাকে ছড়ির কারসাজি।
ঠাকুরদা ছড়িটা শুন্যে ঘোরালেন।
পরমুহুর্ত্তেই
আরে!
হাঃ হাঃ!
তুমি আমার নাতি এইজন্যে তোমার লাঠিকে ফুল বানালাম নাহলে ওটাকে গোখরো সাপও বানাতে পারতাম।


চাচা চৌধুরী জাহর ছড়িটা নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন
ওমনই -
আমি তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে যাই।
খ্যাই অসভ্য মেয়ে ! তুই অন্ধ না কী ?
এই যে মশাই লালবাতিতে গাড়ী থামালেন না কেন আর একটু হলে বাচ্চা মেয়েটা চাপা পড়তো।
তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকেও গাড়ী চাপা দেব।
মনে হয় লোকটা মদ খেয়েছে।
লোকটা গাড়ীটা ঘোরালো আর চাপা দেওয়ার জন্যে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে ধাওয়া করলো।


তুমি সহজে মানবে না। তোমাকে আকাশে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখবো।
চাচা চৌধরী নিজের জাদুর ছড়ি ঘোরালেন
দেখো! লোকটা গাড়ী সমেত ওপরে ঝুলছে!
বাপরে! আমার ভয় লাগছে। আমায় ক্ষমা করো নীচে নামাও।
যতক্ষন না তুমি এই ছোট মেয়েটার থেকে ক্ষমা চাইছো ততক্ষণ এইভাবে ঝুলতে থাকবে।
ছোট্ট ভাল মেয়ে আমায় ক্ষমা করো! এখন থেকে আমি কোনও বাচ্চাকে গালাগালি দেব না।
চাচা চৌধরী আবার ছড়ি ঘোরালেন।
চলো তোমাকে বাড়ী ছেড়ে আসি। কি নাম তোমার?
টিঙ্কী।


চাচাচৌধরীর বিচার
ভীখুদাস তুমি মিথ্যাবাদী!
পল্টুরাম আমি তোমার নাক ভেঙ্গে দেবো।
আরে ভাই, কি হলো?
চাচাজী আমি আপনার আদালতে এসেছি। সুবিচার করুন।
একদিন যখন আমি ভীখুদাসের বাড়ী গিয়েছিলাম তখন ওর খুব কাঙ্গাল অবস্থা ছিল। ও আমার কাছ থেকে একহাজার টাকা ধার নেয়। এখন এক মাস পরে আমি টাকা চাইতে ও অস্বীকার করছে।
পল্টুরাম তুমি যে ওকে একহাজার টাকা দিয়েছ তার কোনও রসিদ আছে তোমার কাছে।
সেই সময় আমি আর ভীখুদাস ভাল বন্ধু ছিলাম। আমি রসিদ চাওয়াটা ভাল দেখায়না বলে চাইনি।


কি ভাই ভীখুদাস ! তুমি পল্টুরামের পয়সা ফেরৎ দিচ্ছনা কেন ?
চাচাজী, কি বলছেন, আমি যখন পয়সা নিইনি তখন ফেরৎ দেবো কেন?
দিদি আপনি সত্যি কথা বলুন, আপনিই সাক্ষী। পল্টুরাম কি ভীখুদাসকে পয়সা দিয়েছিল দিয়েছিল ?
না, দেয়নি !
চাচাজী ও ভীখুদাসের বৌ কাজেই মিথ্যা কথা বলছে। আমি ওর সামনেই পয়সা দিয়েছিলাম।
এ তো বড় গড়বড় মামলা সব কিছুতে জট লেগে গেছে।



ওখানে কি আর কেউ উপস্থিত ছিল ?
একটা টিয়া পাখি কিন্তু সেটাও ভীখুদাসের ।
ওই টিয়াটাই আন
এক্ষুনি আনছি
কিছুক্ষণ পরে
এই হলো আমার মিঠুরাম
মিঠুরাম তোমার মালিক তোমার মালকিন কে কি বলছেন !
পল্টুরামকে আমি কোনও রসিদ দিইনি- দিইনি --আমি পয়সা দিতে অস্বীকার করবো-- করবো --হাজার টাকা হজম --
এবার বলো ভীখুদাস ! মানুষ মিথ্যা কথা বলতে পারে, কিন্তু পাখি বলতে পারেনা
আমি পয়সা নিয়েছিলাম স্বীকার করছি ।

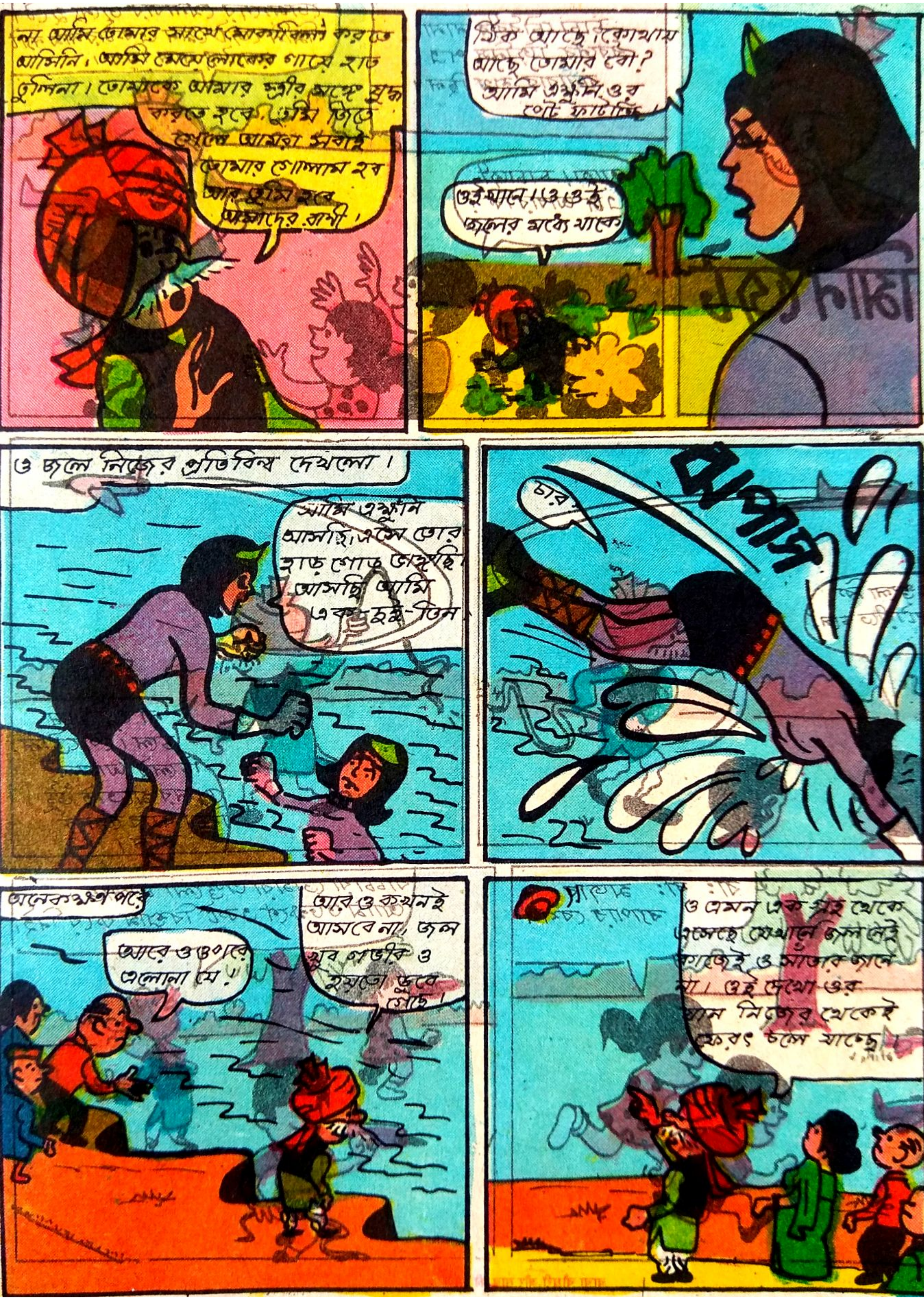

চাচা চৌধরীর বাঁদর
একদিন যখন চাচাচৌধরী একটা বাঁদরের বাচ্চা নিয়ে ঘরে এলেন তাকে দেখে চাচীর মাথা গরম।
এসব কি বোকামী? এই আক্রার বাজারে নিজেদের খাওয়া জোটে না, ওকে কি খেতে দেবে?
আরে গিন্নী! কিছু আমাকেও বলতে দাও। বাজীকর কল্লুর বাঁদরীর বাচ্চা হয়েছে। আমার এটাকে খুব ভাল লাগলো তাই নিয়ে এলাম।
আমি কিছু শুনছি না। এটা মানুষের থাকবার জায়গা জানোয়ারের নয়। তোমার যদি একে এতই ভাল লাগে তাহলে তুমিও ওর সঙ্গে বাড়ির বাইরে যাও।
চল ভাই ছোটু! আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোর চাচীর মাথা বেগুন পোড়ার মত ফেটে যাবে।
একটু দূরে রাস্তায়।
আরে বাস থামাও--শিগগীর ওই বদমাস আমার বটুয়া নিয়ে পালালো।


বাস থামলো
হায়-হায় আমার বটুয়ার ওতে পুরো এক হাজার টাকা ছিল।
সেঠজী ধৈর্য্য রাখুন।
ছোটু দ্যাখ ওই বদমাসটা যেন বটুয়া নিয়ে পালাতে না পারে।
ছোটু কাজ শুরু করে দিল ও টেলিফোনের খুঁটিতে উঠে পড়লো।
তারপর অনেকক্ষণ তারের ওপর দিয়ে দৌড়াতে থাকলো
তারপর উঁচু-উঁচু বাড়ী পার করে বহুদূর চলে গেল।
এখন আর কেউ তাড়া করছে না। এই গাছের নীচে একটু বিশ্রাম করে নিই।
বটুয়াটা বেশ ভারী আছে।


আ-রে-রে-রে এই বটুয়া ছিনিয়ে কোথায় যাচ্ছিস
ও পিস্তল বার করলো।
হাতে আসা মাল এমনিই ছেড়ে দেবনা গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেবো।
ঢিস্‌
বাঁদরের বাচ্চাটা ওই বাড়ীতে ঢুকলো ওকে আমি ওখানেই আটকে ফেলবো।
আরে! আমি কোথায় এলাম? এতো পুলিস থানা!
ধরে ফেলো শয়তানটাকে। হাজতে ঢুকিয়ে দাও।
সেঠজীর বটুয়া পাওয়া গেছে। ছোটু চল বাড়ী যাই এতক্ষনে তোর চাচীর মাথা ঠান্ডা হয়েছে, হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে
PRAN'S FEATURES, NEW DELHI-28

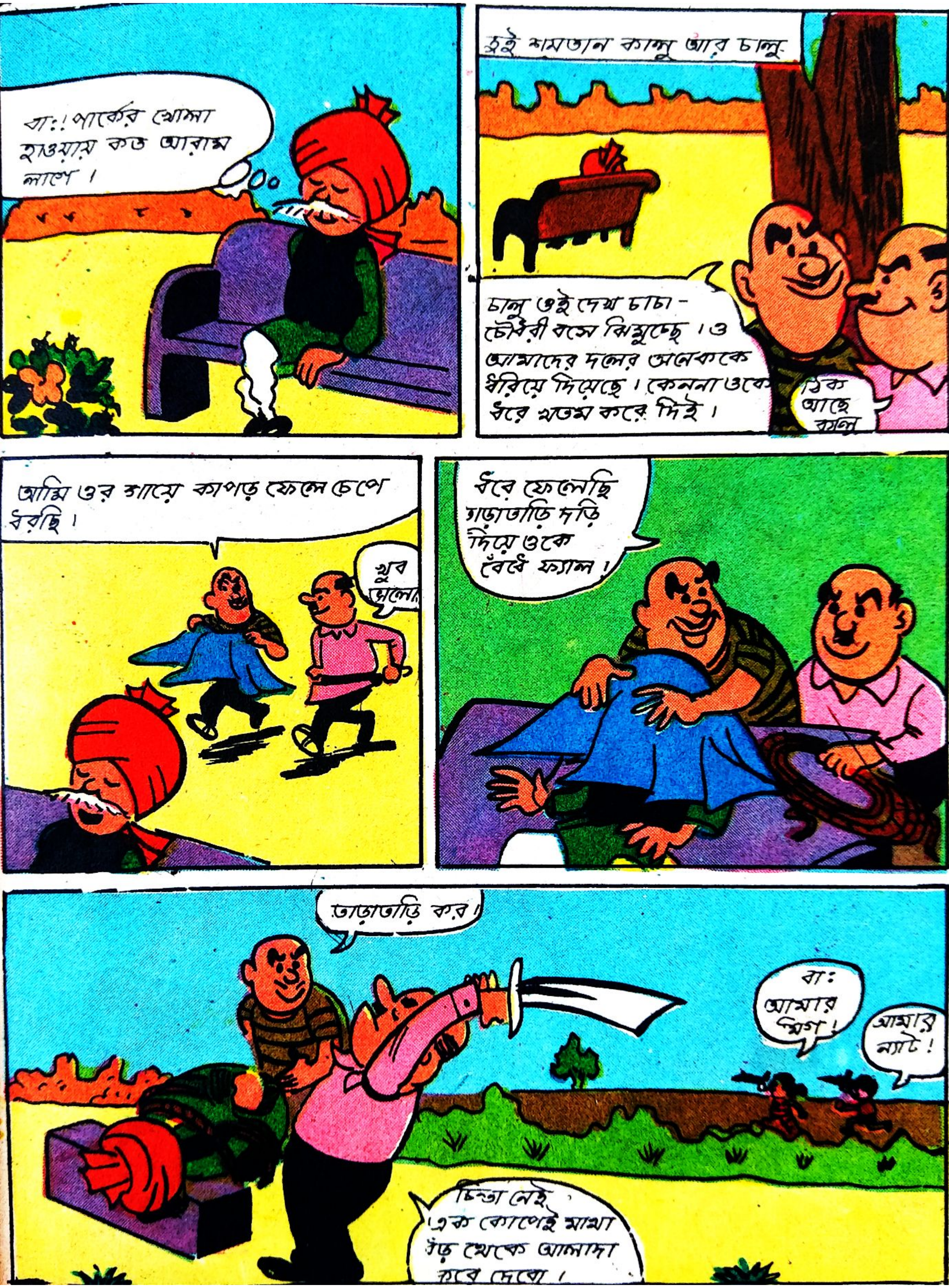

ভয়ানক মহিলা
এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল আমার পক্ষে অনুকূল।
একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।
এই পৃথিবীতে আমি রাজত্ব করবো এখানকার নিবাসীরা আমার গোলাম হবে, আমি হবো ওদের রাণী।
কিছু লোক এদিক দিয়ে যাচ্ছে।
এই যে পৃথিবীর ইঁদুর গুলো! তোমরা আমার গোলাম। তোমাদের রাণীকে সেলাম করো।
এখানে কোনও রাণীও নেই কেউ গোলামও নয়, এখানে প্রজাতন্ত্র চলে।


তোমাদের এতো সাহস!
তোমাদের ধৃষ্টতার সাজা পেতে
যে আমার হুকুম মানবে না তার এই অবস্থাই হবে।
আরে বাপরে পালাও চাচা-চৌধরীকে ডেকে আনো
লোকেরা চাচা-চৌধরীকে গিয়ে সব কথা বললো।
আমি ওই মহিলাকে হারাতে পারি কিন্তু আমার আদর্শ হল যে আমি মেয়ে লোকের গায়ে হাত তুলিনা। কাজেই আমি নিরুপায়।
কিন্তু চাচাজী, আপনাকে কিছু করতেই হবে। ওই মেয়েটা খুবই নিষ্ঠুর। একদিন ও পৃথিবীর সবাইকে মেরে ফেলবে।
ঠিক আছে আমি ওকে শক্তি নয়, বুদ্ধি দিয়ে হারাবো
চাচা চৌধরী ওখানে গেলেন।
তুমি আমার সাথে লড়তে এসেছো? হাঃ হাঃ মশা কোথাকার।


না আমি তোমার সাথে মোকাবিলা করতে আসিনি। আমি মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলিনা। তোমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। উনি জিতে গেলে আমরা সবাই তোমার গোলাম হব আর তুমি হবে আমাদের রাণী।
ঠিক আছে। কোথায় আছে তোমার বৌ? আমি এখুনি ওর পেট ফাটাচ্ছি।
ওইখানে। ও ওই জলের মধ্যে থাকে
ও জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলো।
আমি এখুনি আসছি। এসে তোর হাড় গোড় ভাঙছি। আসছি আমি এক-দুই-তিন
চার
ঝপাস
অনেকক্ষণ পরে
আরে ও ওপরে এলোনা যে!
আর ও কখনই আসবে না, জল খুব গভীর ও হয়তো ডুবে গেছে।
ও এমন এক গ্রহ থেকে এসেছে যেখানে জল নেই কাজেই ও সাঁতার জানে না। ওই দেখো ওর
নিজের থেকেই ফেরৎ চলে যাচ্ছে।

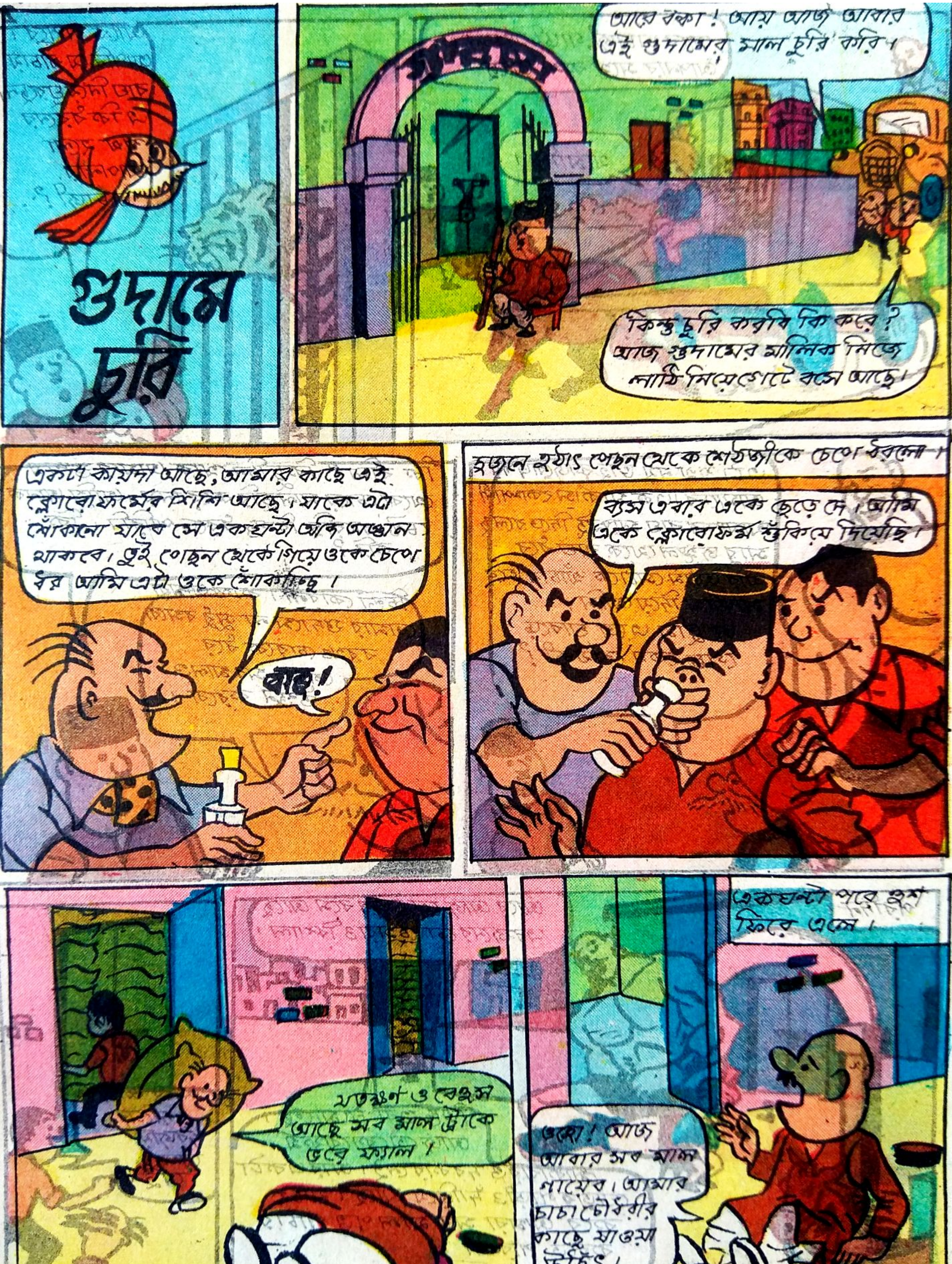


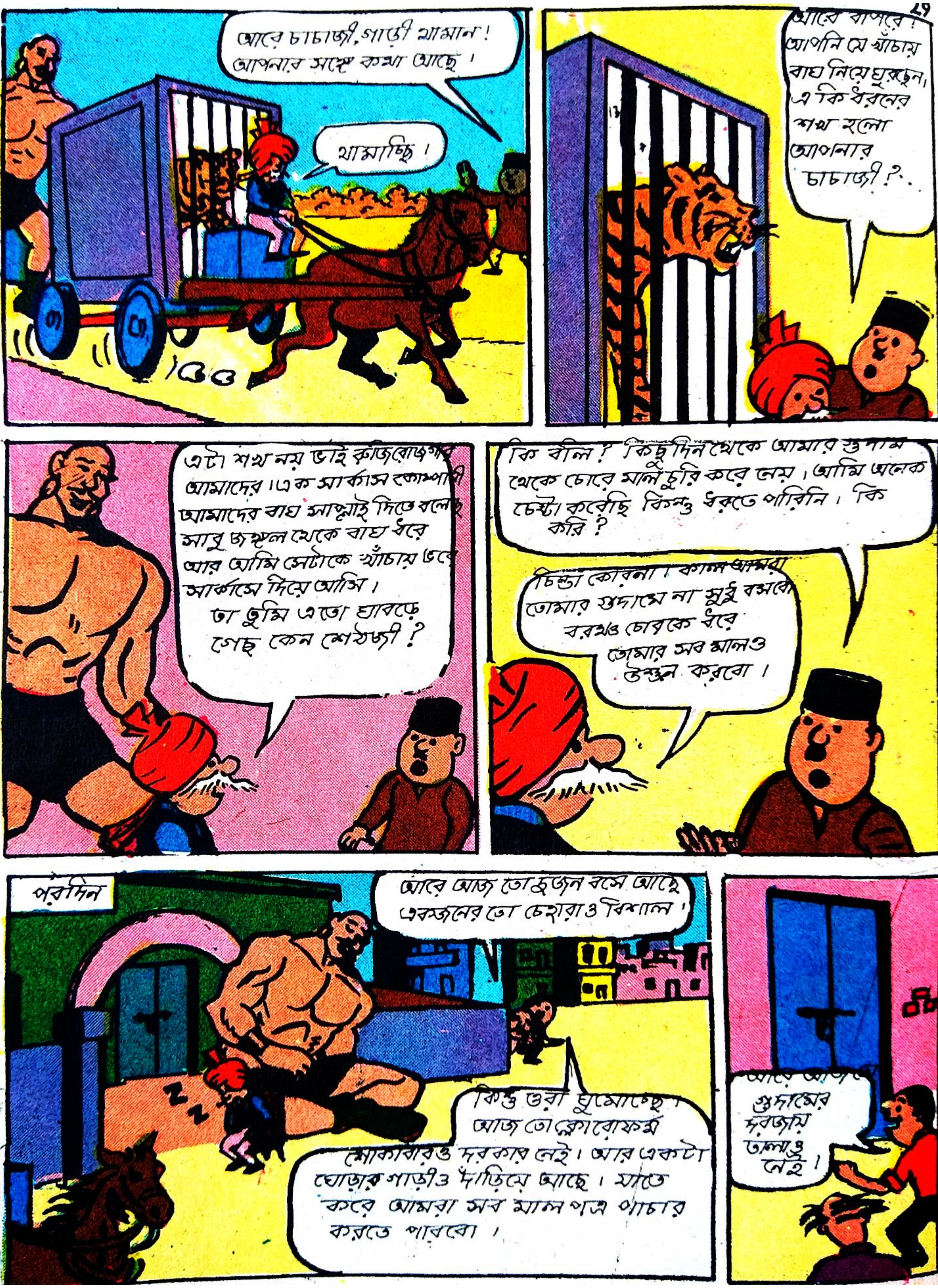
মিনি জেট
চাচা চৌধুরীর নানা রকমের জিনিষ পত্র বানাবার শখ ছিল।
তোমাদের খেলবার জন্যে দুটো মিনি জেট প্লেন এ কটার নাম ন্যাট অন্যটার নাম মিগ।
আহা! চাচাজী এটা আবার কি?
এগুলো কি ব্যাটারীতে চলে?
না পেট্রোলে চলে। পেট্রোল দিলেই আসল প্লেনের মতোই উঁচু দিয়ে আর জোরে চলে।
বাঃ বাঃ মজার ব্যাপার বেশ।
বাচচারা তোমরা এগুলো চালাও। আমি ততক্ষণে একটু বিশ্রাম করে নিই।

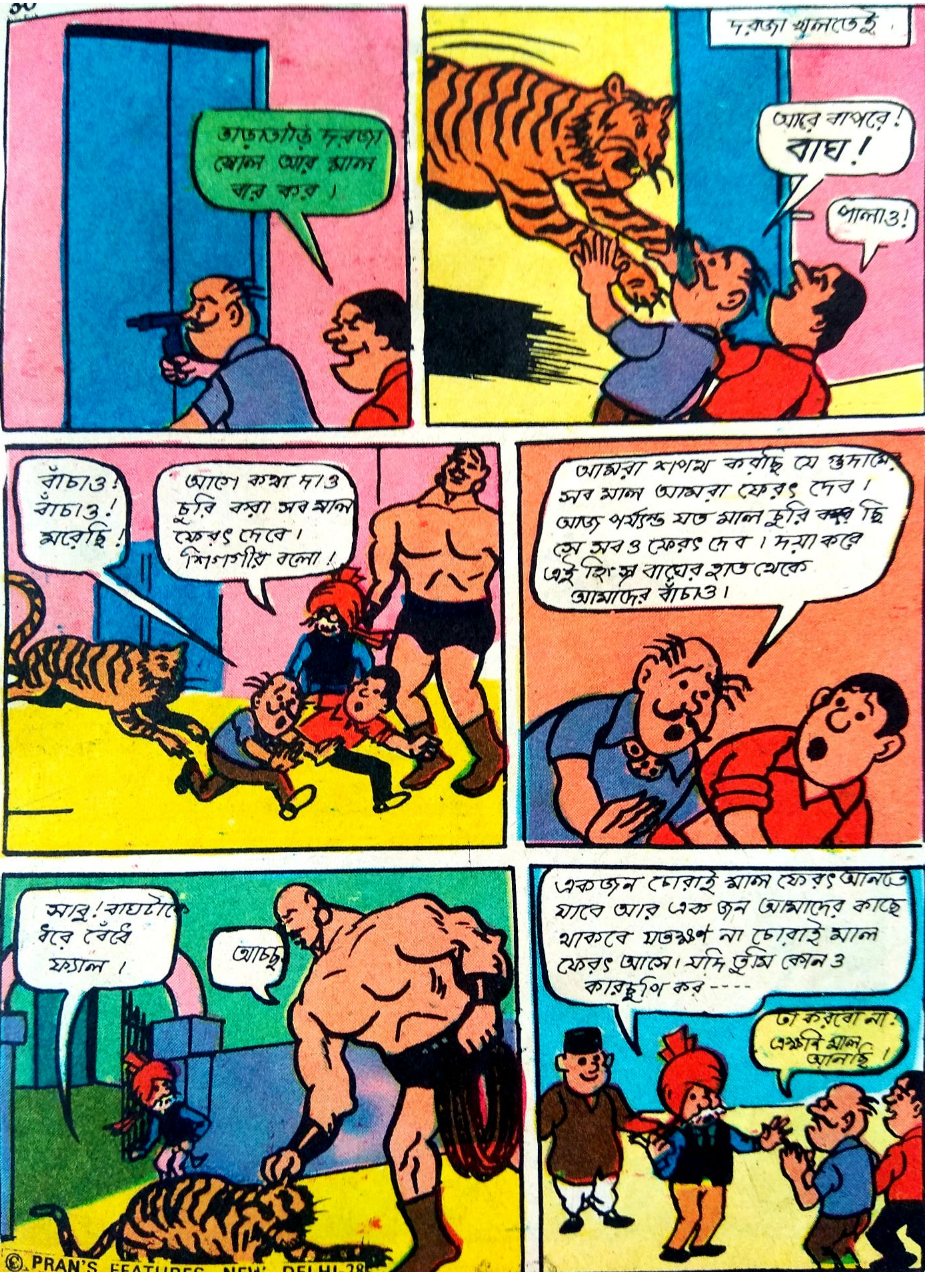


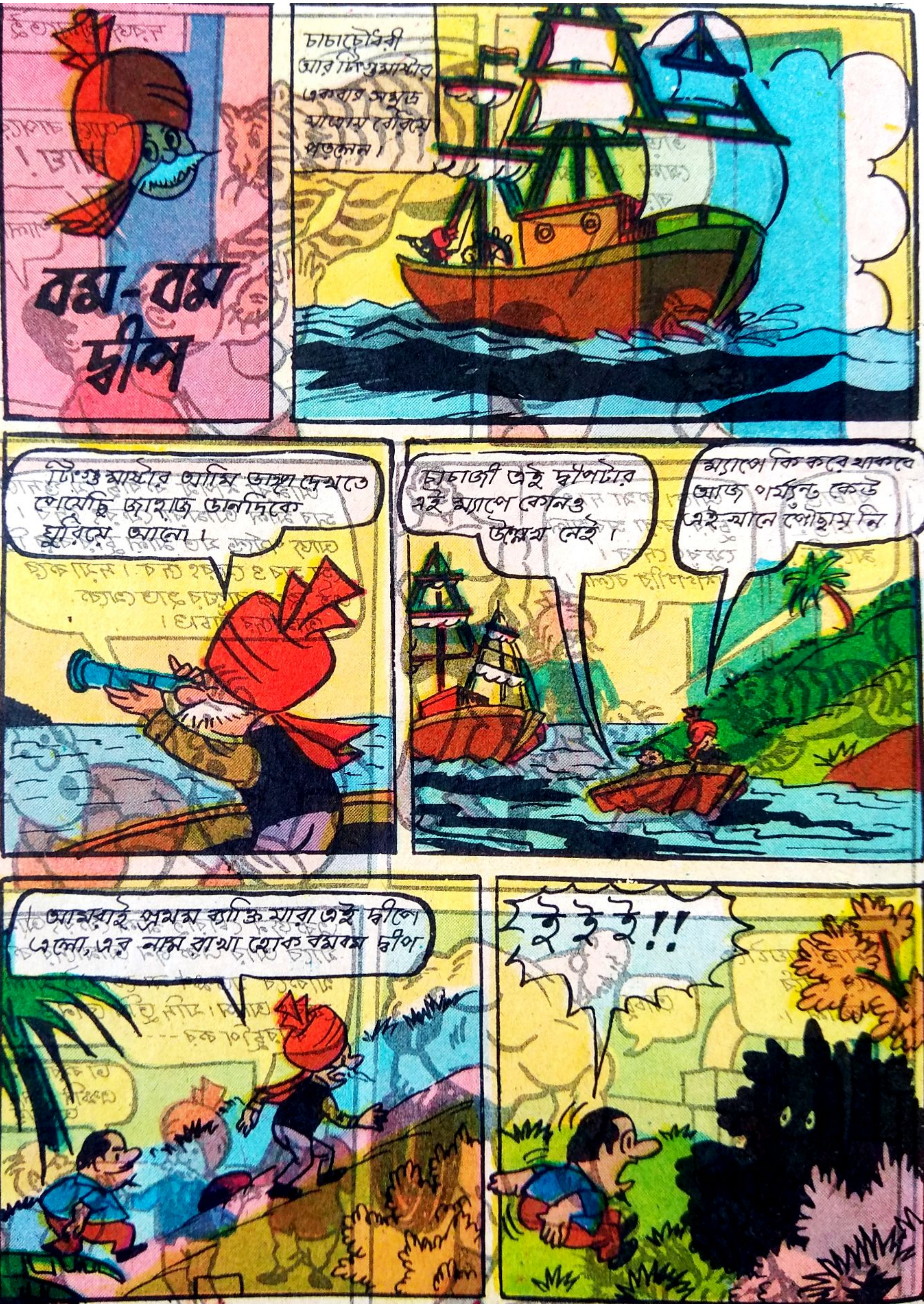
বাঃ! পার্কের খোলা হাওয়ায় কত আরাম লাগে।
দুই শয়তান কাল্লু আর চালু
চালু ওই দেখ চাচা-চৌধুরী বসে ঝিমুচ্ছে। ও আমাদের দলের অনেককে ধরিয়ে দিয়েছে। কেননা ওকে ধরে খতম করে দিই।
ঠিক আছে বসল
আমি ওর গায়ে কাপড় ফেলে চেপে ধরছি।
খুব ভালো!
ধরে ফেলেছি তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে ফ্যাল!
তাড়াতাড়ি কর!
বাঃ আমার স্মিগ!
আমার ন্যাট!
চিন্তা নেই, এক কোপেই মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দেবো।

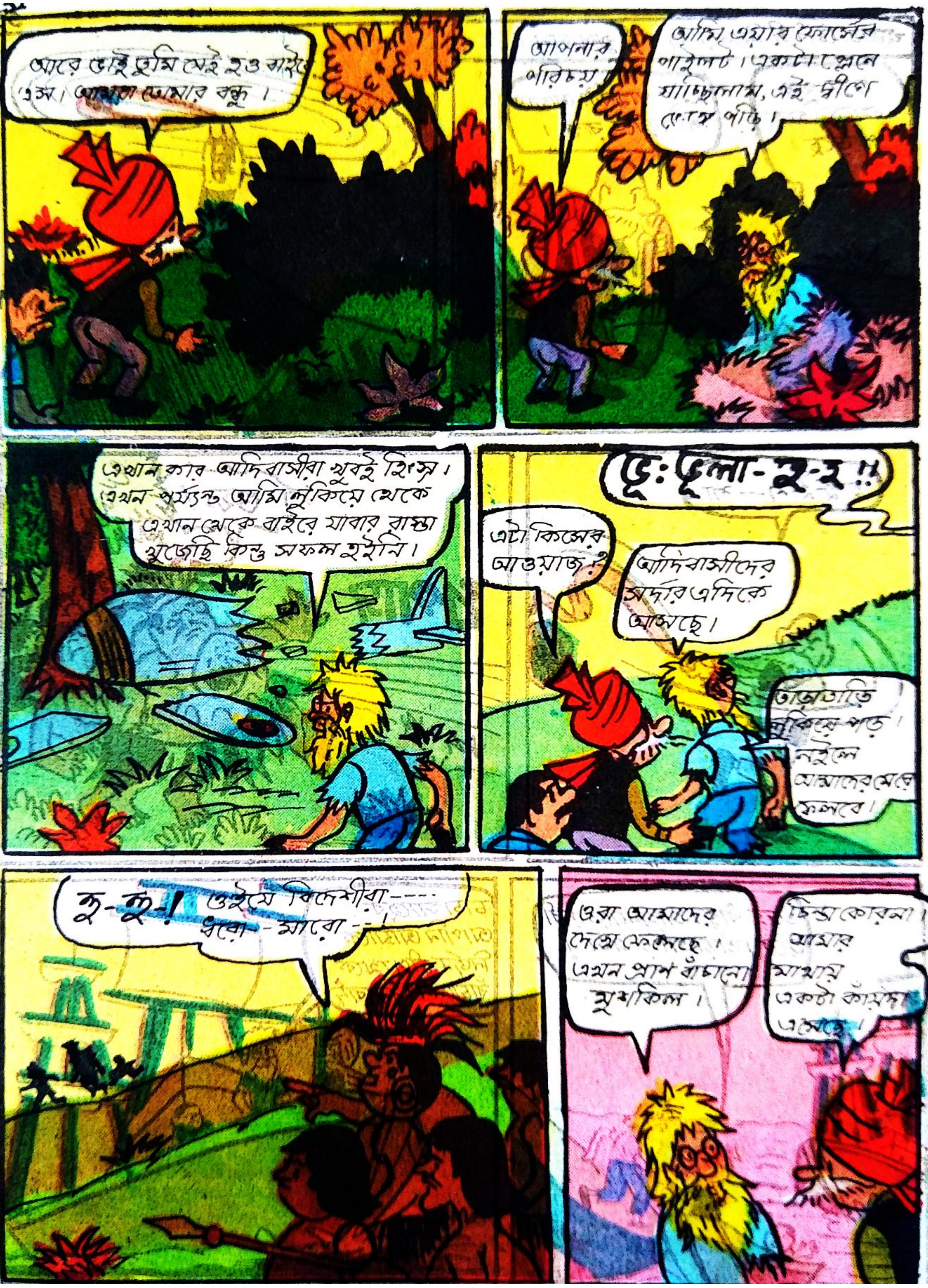

ওই গেলো আমার ন্যাট!
আর আমার ফ্লিগও!
উফ্!
হায়!
আরে তোমার কাপড়ে আগুন!
তোমার কাপড়েও!
পালাও! পুকুরের দিকে!
দুই বদমাস কাপড়ের আগুন নেভাতে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
চাচাজী বদমাস দুটো আমাদের প্লেন শুদ্ধ পুকুরে ঝাঁপ দিল।
কোনও চিন্তা নেই আমি আরও বানিয়ে দেব


গুদামে চুরি
আরে বক্কা! আয় আজ আবার এই গুদামের মাল চুরি করি।
কিন্তু চুরি করবি কি করে? আজ গুদামের মালিক নিজে লাঠি নিয়ে গেটে বসে আছে।
একটা কায়দা আছে, আমার কাছে এই ক্লোরোফর্মের শিশি আছে। যাকে এটা শোঁকানো যাবে সে এক ঘন্টা অব্দি অজ্ঞান থাকবে। তুই পেছন থেকে গিয়ে ওকে চেপে ধর আমি এটা ওকে শোঁকাচ্ছি।
বাহ্!
দুজনে হঠাৎ পেছন থেকে শেঠজীকে চেপে ধরলো।
ব্যস এবার একে ছেড়ে দে। আমি একে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে দিয়েছি।
যতক্ষণ ও বেহুঁস আছে সব মাল ট্রাকে ভরে ফ্যাল!
এক ঘন্টা পরে হুঁশ ফিরে এলে।
ওহো! আজ আবার সব মাল গায়েব। আমার চাচা চৌধরীর কাছে যাওয়া উচিত।


আরে চাচাজী, গাড়ী থামান! আপনার সঙ্গে কথা আছে।
থামাচ্ছি।
আরে বাপরে! আপনি যে খাঁচায় বাঘ নিয়ে ঘুরছেন। এ কি ধরনের শখ হলো আপনার চাচাজী?..
এটা শখ নয় ভাই রুজিরোজগার আমাদের। এক সার্কাস কোম্পানী আমাদের বাঘ সাপ্লাই দিতে বলেছে, সাবু জঙ্গল থেকে বাঘ ধরে আর আমি সেটাকে খাঁচায় ভরে সার্কাসে দিয়ে আসি। তা তুমি এতো ঘাবড়ে গেছ কেন শেঠজী?
কি বলি? কিছু দিন থেকে আমার গুদাম থেকে চোরে মাল চুরি করে নেয়। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ধরতে পারিনি। কি করি?
চিন্তা কোরনা। কাল আমরা তোমার গুদামে না সুধু বসবো বরঞ্চ চোরকে ধরে তোমার সব মালও উদ্ধার করবো।
পরদিন
আরে আজ তো দুজন বসে আছে একজনের তো চেহারাও বিশাল।
কিন্তু ওরা ঘুমোচ্ছে। আজ তো ক্লোরোফর্ম শোঁকাবারও দরকার নেই। আর একটা ঘোড়ার গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে। যাতে করে আমরা সব মালপত্র পাচার করতে পারবো।
গুদামের দরজায় তালাও নেই।

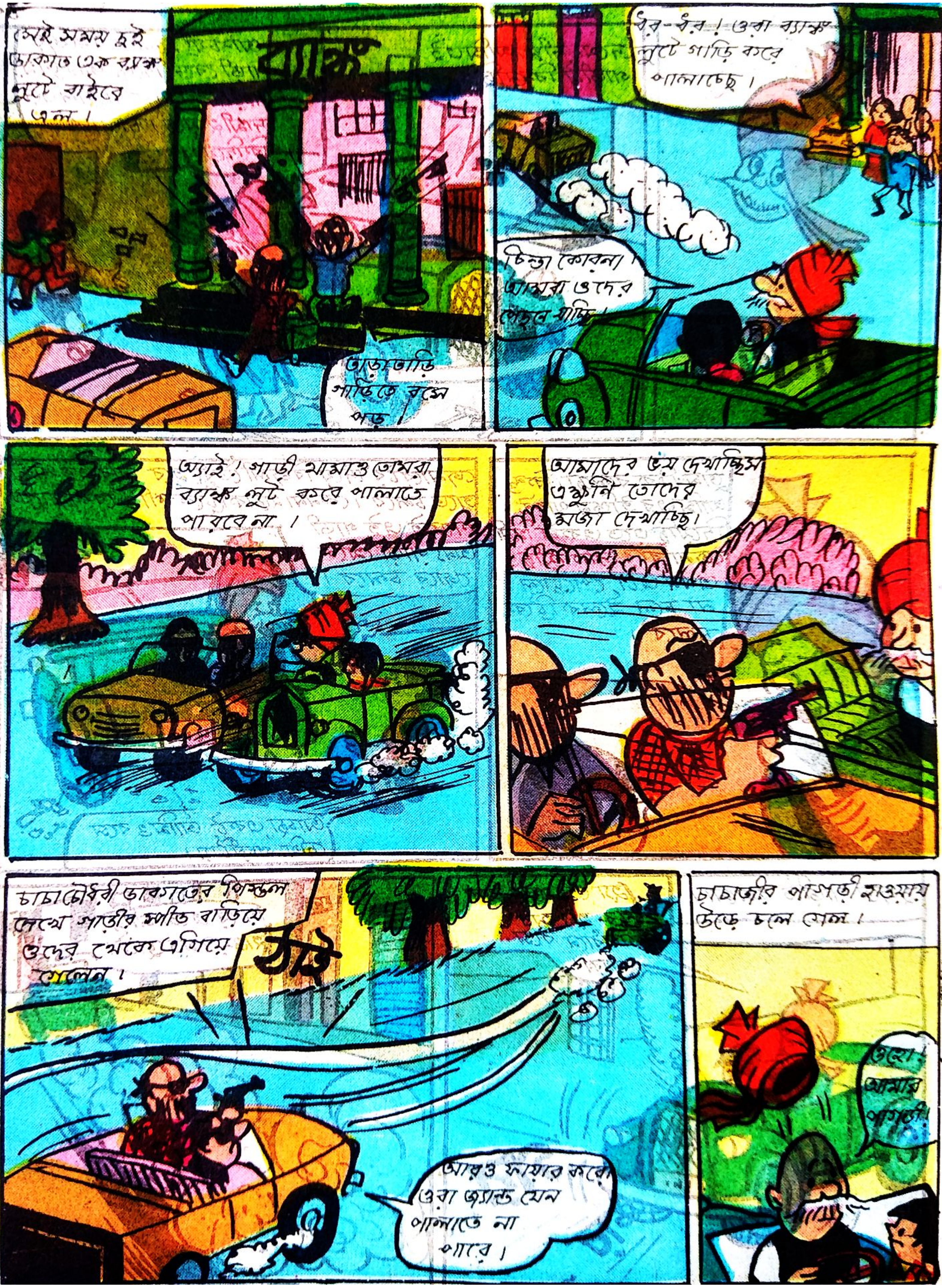

তাড়াতাড়ি দরজা খোল আর মাল বার কর।
দরজা খুলতেই
আরে বাপরে! বাঘ!
পালাও!
বাঁচাও! বাঁচাও! মরেছি!
আগে কথা দাও চুরি করা সব মাল ফেরৎ দেবে। শিগগীর বলো!
আমরা শপথ করছি যে গুদামের সব মাল আমরা ফেরৎ দেব। আজ পর্য্যন্ত যত মাল চুরি করেছি সে সব ও ফেরৎ দেব। দয়া করে এই হিংস্র বাঘের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।
সাবু! বাঘটাকে ধরে বেঁধে ফ্যাল।
আচ্ছা
একজন চোরাই মাল ফেরৎ আনতে যাবে আর একজন আমাদের কাছে থাকবে যতক্ষণ না চোরাই মাল ফেরৎ আসে। যদি তুমি কোন ও কারচুপি কর ----
তা করবো না! এক্ষুনি মাল আনছি।

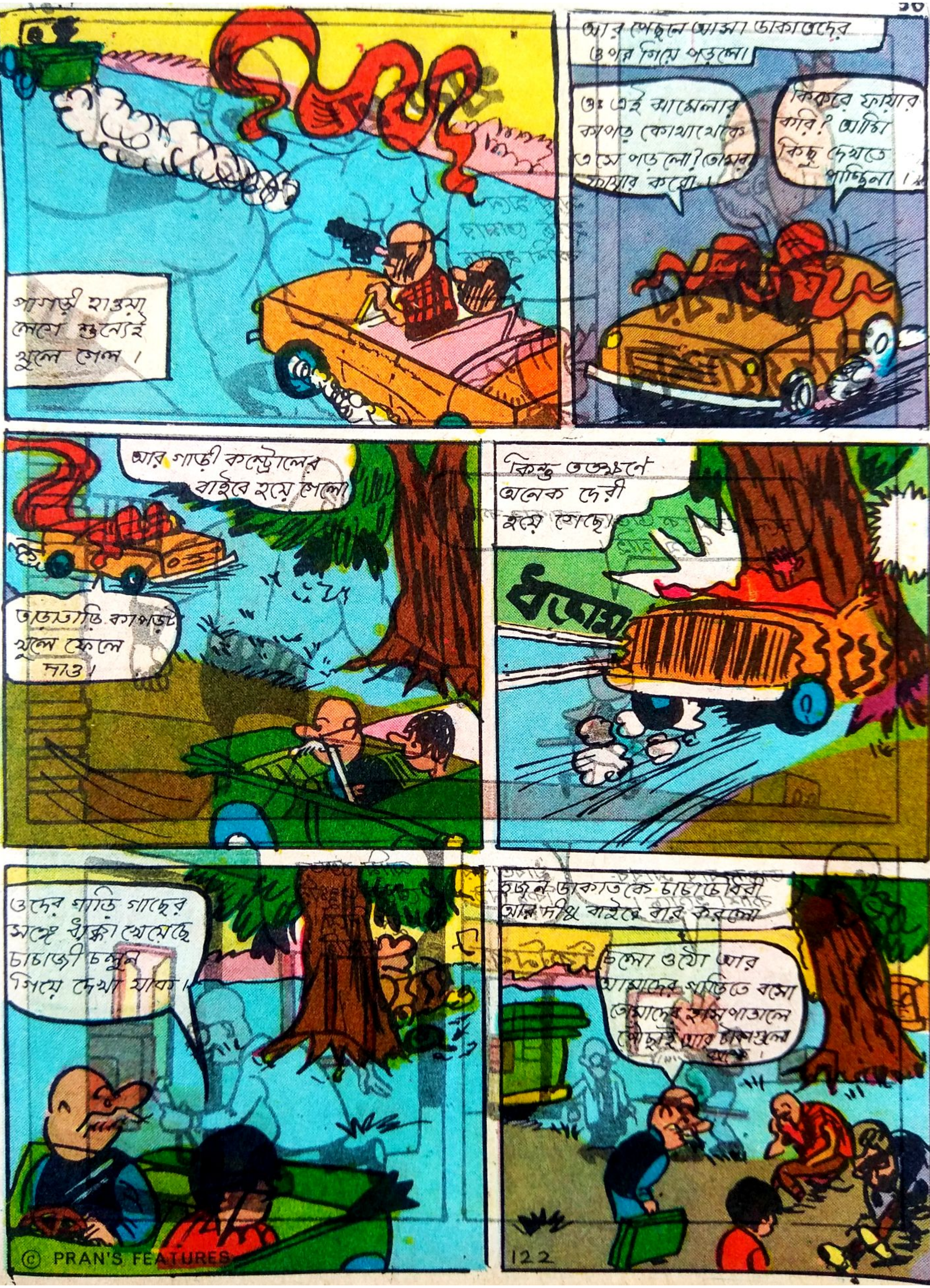

বম-বম দ্বীপ
চাচাচৌধুরী আর টিংগুমাস্টার একবার সমুদ্রে যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।
টিংগু মাস্টার আমি ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছি জাহাজ ডানদিকে ঘুরিয়ে আনো।
চাচাজী এই দ্বীপটার এই ম্যাপে কোনও উল্লেখ নেই।
ম্যাপে কি করে থাকবে আজ পর্যন্ত কেউ এইখানে পৌছায় নি।
আমরাই প্রথম ব্যক্তি যারা এই দ্বীপে এলো, এর নাম রাখা হোক বমবম দ্বীপ।
হুইইই!!

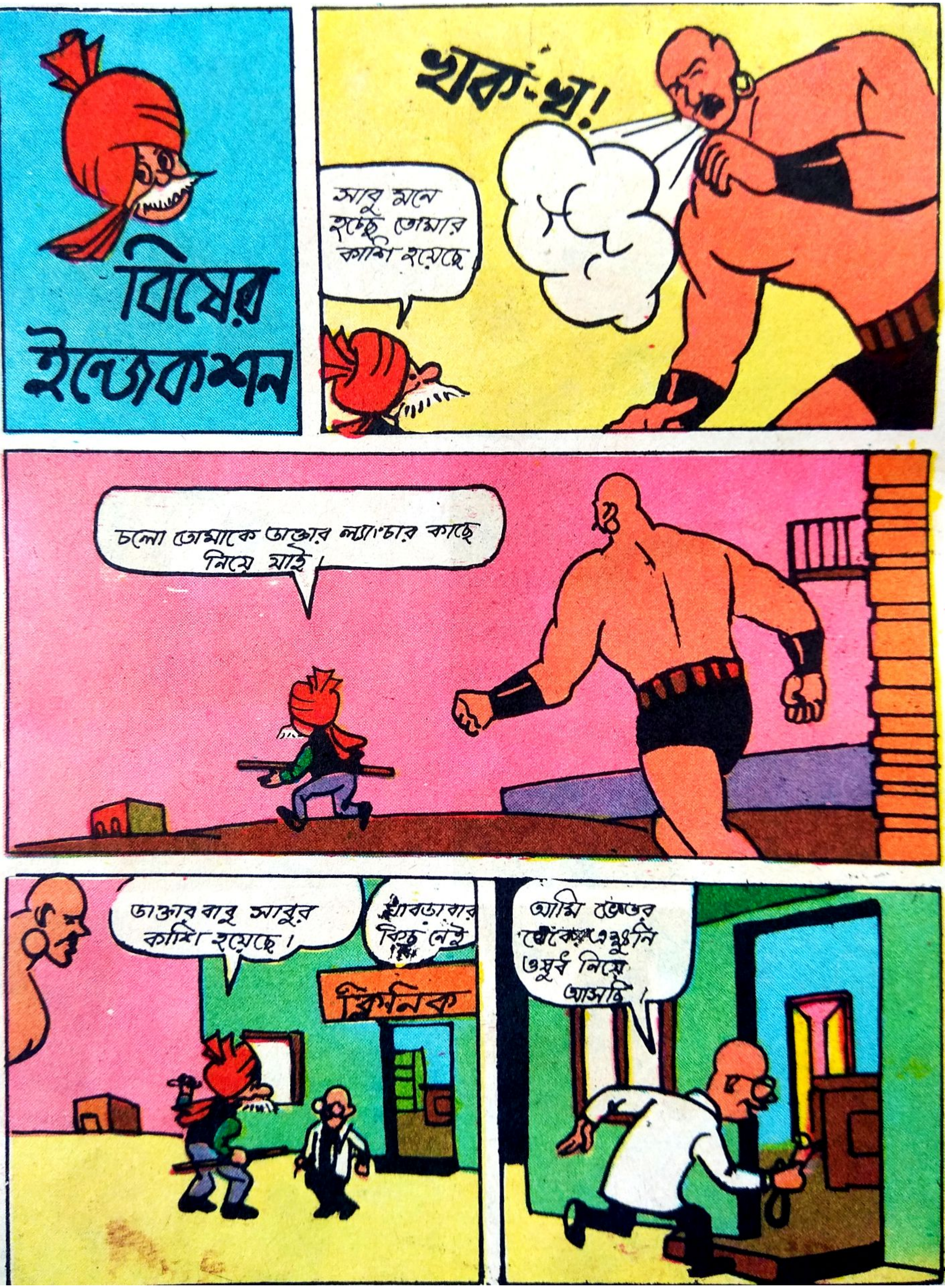

আরে ভাই তুমি সেই হও বাইরে এস। আমরা তোমার বন্ধু।
আপনার পরিচয়?
আমি এয়ার ফোর্সের পাইলট। একটা প্লেনে যাচ্ছিলাম, এই দ্বীপে ভেঙ্গে পড়ি।
এখানকার আদিবাসীরা খুবই হিংস্র। এখন পর্য্যন্ত আমি লুকিয়ে থেকে এখান থেকে বাইরে যাবার রাস্তা খুজেছি কিন্তু সফল হইনি।
হুঃ হুলা-হু-হু!!
এটা কিসের আওয়াজ?
আদিবাসীদের সর্দার এদিকে আসছে।
তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়। নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।
হু-হু! ওইযে বিদেশীরা---- ধরো--মারো--!
ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। এখন প্রাণ বাঁচানো মুশকিল।
চিন্তা কোরনা। আমার মাথায় একটা কায়দা এসেছে।

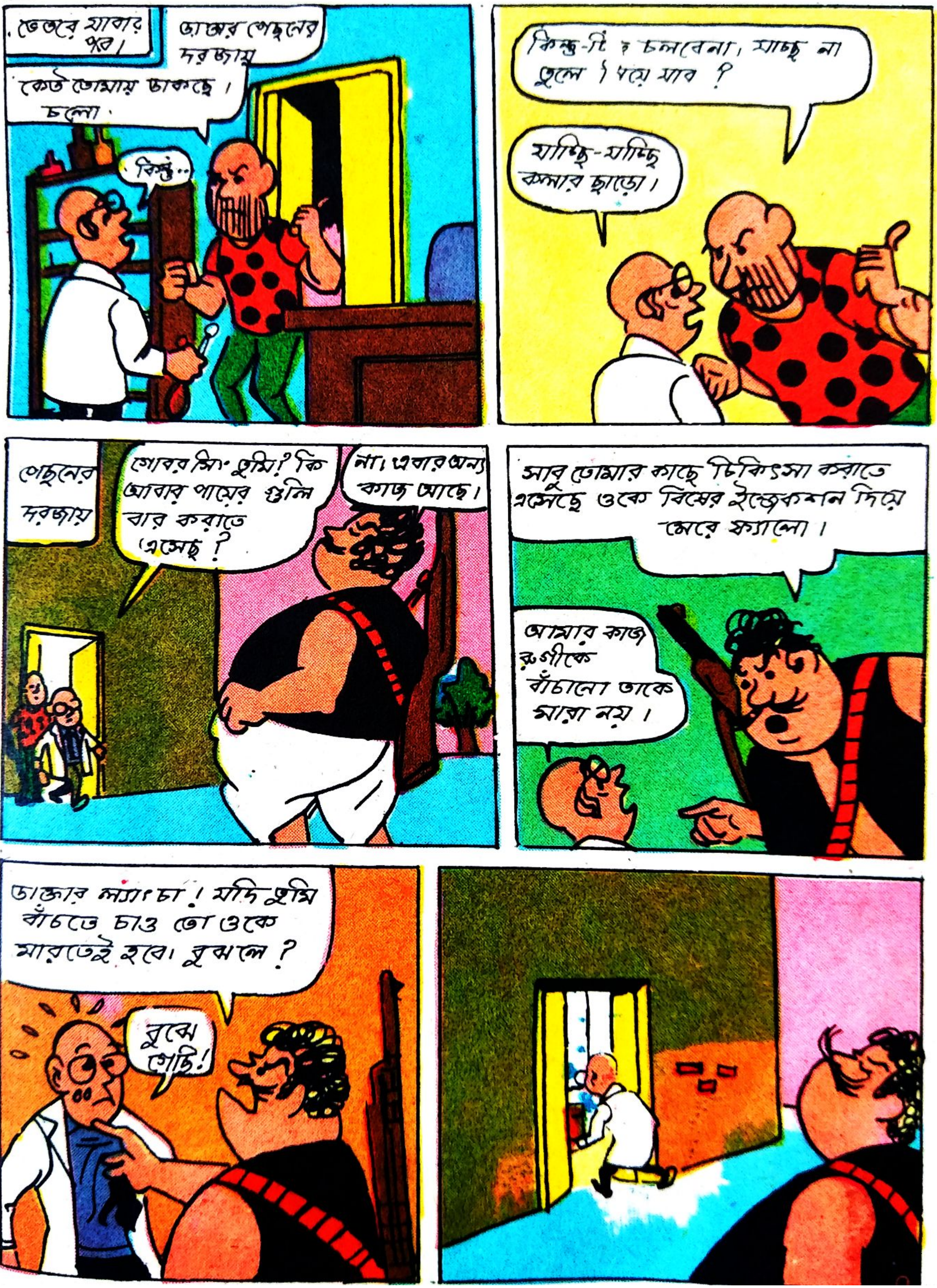

চাচা চৌধুরী নিজের পাগড়ী খুললেন।
ওরা খুব কাছে এসে পড়েছে।
এই পাথরটা আমার পাগড়ীতে বাঁধ।
হু-ই-ই-শ---শা
ওফ!
ধপাস
ওদের ধাক্কা সামলাতে দেরী হবে। তাড়াতাড়ি এস!
চাচা সাহেব আপনি আমাকে নির্জন দ্বীপ থেকে বাঁচালেন। ধন্যবাদ।

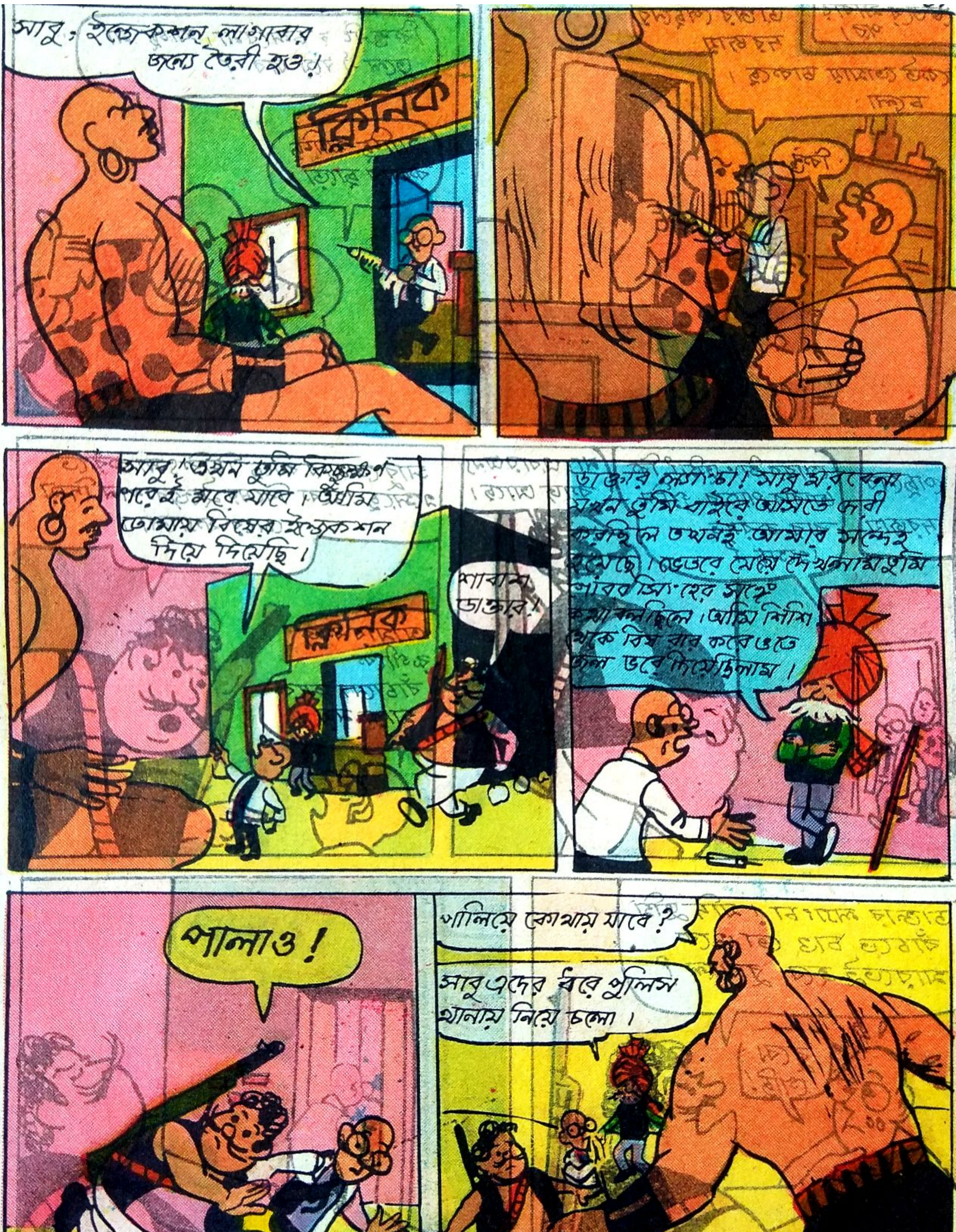

ডাকাত
দেখো দীপু, আমি এই গাড়ীটা কিনেছি।
আশ্চর্য্য! লোকে নিজের গাড়ী বেচে দিচ্ছে আর তুমি গাড়ী কিনলে, পেট্রোল এত দামী হয়েছে। চালাবে কি দিয়ে।
তুমি ঠিক বলেছো। কিন্তু আমি এর ইঞ্জিন পাল্টে দিয়েছি এতে একটা মিনী জেনারেটর লাগিয়েছি এখন এটা পেট্রোলে না চলে ইলেকট্রিকে চলবে।
জেনারেটর দিয়ে বিজলী তৈরী হবে আর এই গাড়ী তাতে চলবে। কেননা ইলেকট্রিকে শক্তি বেশী থাকে কাজেই এই গাড়ী অন্য গাড়ী থেকে জোরে চলবে।
আচ্ছা, একটু আমিও বসে দেখি গাড়ীটায়।
দুজনে গাড়ীতে বসলো।
হ্যাঁ তো গাড়ী চলা শুরু হল সব সাবধানে বসে থাকো।
গর
গর
আরে এ তো সত্যি হাওয়ার মত ছোটে।


সেই সময় দুই ডাকাত এক ব্যাঙ্ক লুটে বাইরে এল।
ব্যাঙ্ক
তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে পড়।
ধর-ধর! ওরা ব্যাঙ্ক লুটে গাড়ি করে পালাচ্ছে।
চিন্তা কোরনা। আমরা ওদের পেছনে যাচ্ছি।
অ্যাই! গাড়ী থামাও তোমরা ব্যাঙ্ক লুট করে পালাতে পারবে না।
আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস এক্ষুনি তোদের মজা দেখাচ্ছি।
চাচাচৌধুরী ডাকাতের পিস্তল দেখে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে ওদের থেকে এগিয়ে গেলেন।
ঠাঁই
আরও ফায়ার করো। ওরা জ্যান্ত যেন পালাতে না পারে।
চাচাজীর পাগড়ী হাওয়ায় উড়ে চলে গেল।
ওহো! আমার পাগড়ী!


পাগড়ী হাওয়া লেগে শুন্যেই খুলে গেল।
আর পেছনে আসা ডাকাতদের ওপর গিয়ে পড়লো।
উঃ এই ঝামেলার কাপড় কোথাথেকে এসে পড়লো? তোমরা ফায়ার করো।
কিকরে ফায়ার করি? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।
আর গাড়ী কন্ট্রোলের বাইরে হয়ে গেলো
তাড়াতাড়ি কাপড়টা খুলে ফেলে দাও।
কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।
ধড়াম
ওদের গাড়ি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে চাচাজী চলুন গিয়ে দেখা যাক।
দুজন ডাকাতকে চাচাচৌধুরী আর সাবু বাইরে বার করলো
চলো ওঠো আর আমাদের গাড়িতে বসো তোমাদের হাসপাতালে পৌঁছাই আর টাকাগুলো


বিষের ইন্জেকশন
খকং-খ্র!
সাবু মনে হচ্ছে তোমার কাশি হয়েছে
চলো তোমাকে ডাক্তার ল্যাংচার কাছে নিয়ে যাই
ডাক্তারবাবু সাবুর কাশি হয়েছে।
ঘাবড়াবার কিছু নেই
ক্লিনিক
আমি ভেতর থেকে এখুনি ওষুধ নিয়ে আসছি।


ভেতরে যাবার পর।
ডাক্তার পেছনের দরজায়
কেউ তোমায় ডাকছে। চলো।
কিন্তু...
কিন্তু-টিন্তু চলবেনা। যাচ্ছ না তুলে নিয়ে যাব?
যাচ্ছি-যাচ্ছি কলার ছাড়ো।
পেছনের দরজায়
গোবর সিং তুমি? কি আবার পায়ের গুলি বার করাতে এসেছ?
না। এবার অন্য কাজ আছে।
সাবু তোমার কাছে চিকিৎসা করাতে এসেছে ওকে বিষের ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফ্যালো।
আমার কাজ রুগীকে বাঁচানো তাকে মারা নয়।
ডাক্তার ল্যাংচা! যদি তুমি বাঁচতে চাও তো ওকে মারতেই হবে। বুঝলে?
বুঝে গেছি!

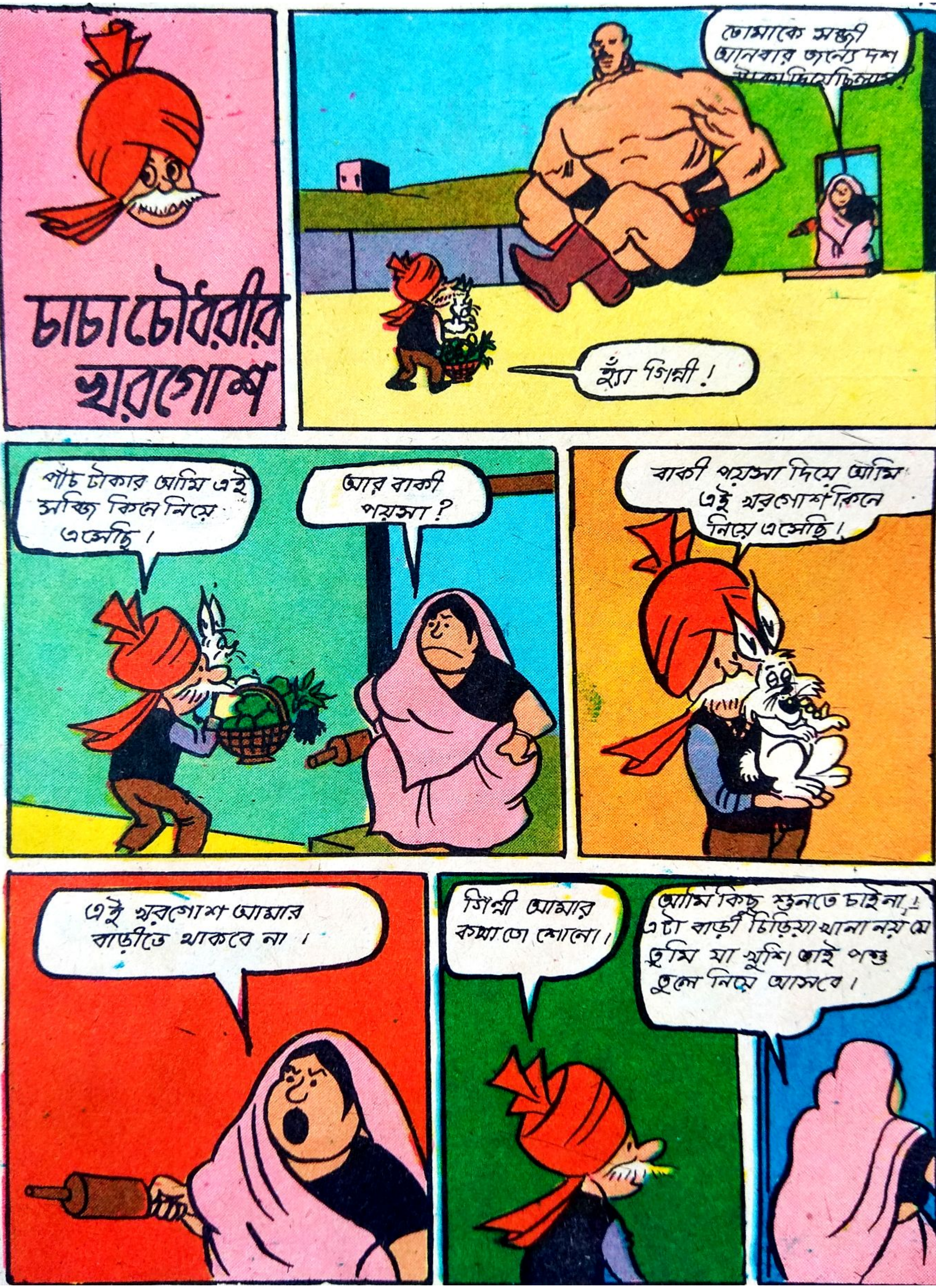

সাবু: ইন্জেকশন লাগাবার জন্যে তৈরী হও।
ক্লিনিক
সাবু: এমন তুমি কিছুক্ষণ পরেই মরে যাবে। আমি তোমায় বিষের ইন্জেকশন দিয়ে দিয়েছি।
ক্লিনিক
শাবাশ ডাক্তার!
ডাক্তার লম্বাচা! সাবু মরবে না। যখন তুমি বাইরে আসতে দেরী করছিলে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। ভেতরে যেয়ে দেখলাম তুমি শাবর সিং-হের সঙ্গে কথা বলছিলে। আমি শিশি থেকে বিষ বার করে ওতে জল ভরে দিয়েছিলাম।
পালাও!
পালিয়ে কোথায় যাবে?
সাবু এদের ধরে পুলিস থানায় নিয়ে চলো।


বিনা পয়সার মাল
আরে লোটু! তুই কাজ কম্ম তো কিছু করিসনা, তবে তুই খেতে পাস কোথায়?
আমার এই পোষা পাখিটা বেঁচে থাক, তাহলেই আমার কোনও অভাব থাকবেনা।
যা আমার পাখি আমার জন্যে রুটি নিয়ে আয়।
পাখিটা আকাশে উড়ে শহরের চারপাশে চক্কর লাগালো।
রামু রুটি আর মাখন বিক্রী করে,
তাজা রুটি মাখন--নাও
তখনই পাখিটা ওপর থেকে ছোঁ মারলো।
আরে আমার পাউরুটি নিয়ে চলে গেল।
পাখিটা উড়তে উড়তে তার মালিক লোটুর কাছে পৌঁছুলো।
বাঃ রে আমার বাঘা! নিয়ে এসেছিস রুটি, সাবাস। যা এবারে মাখন নিয়ে আয়।

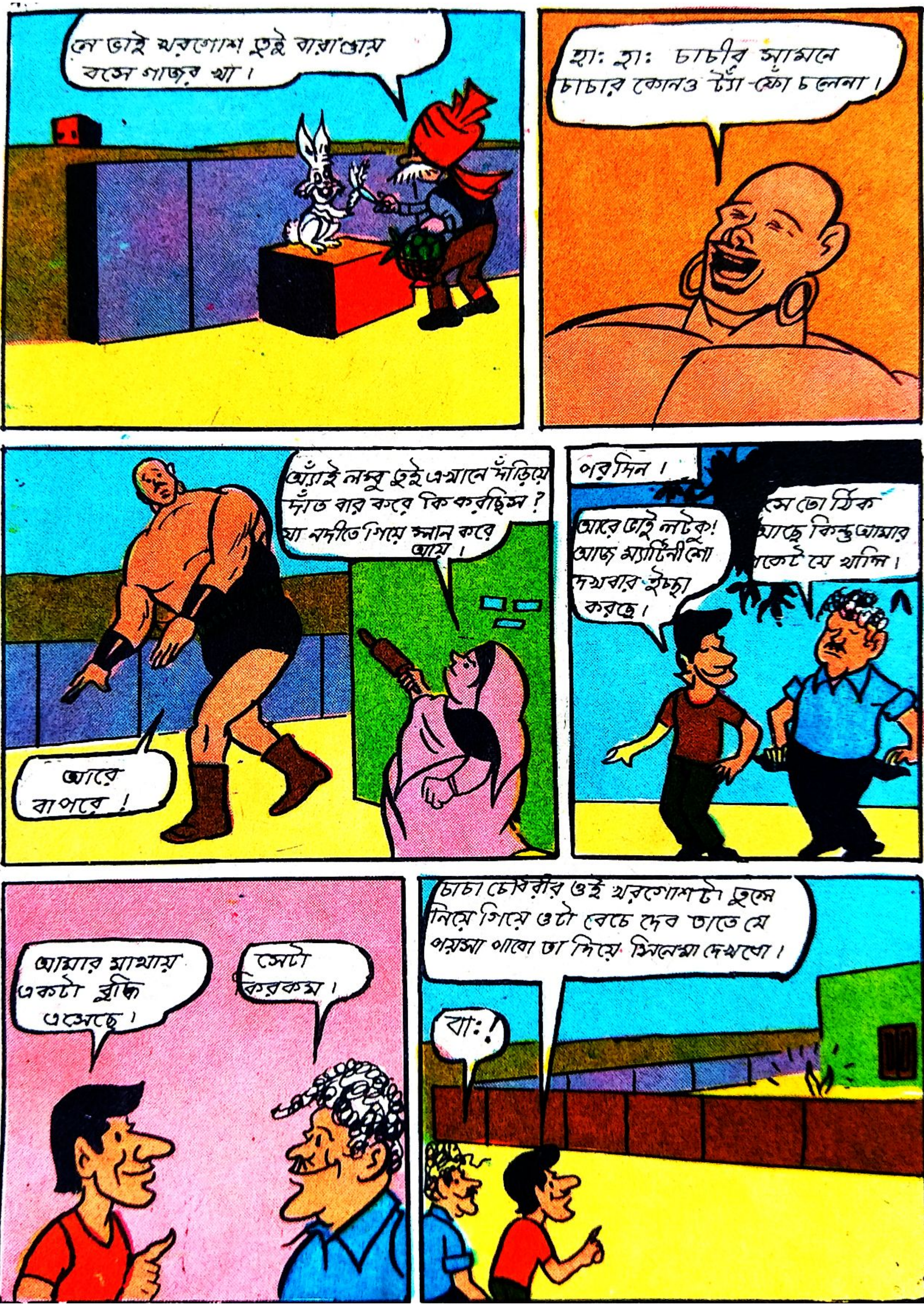


পাখিটা আকাশে উড়ে গিয়ে আবার একটা মাখন তুলে নিয়ে ফিরে এল।
নিরাশ রাম্বু পুলিস থানায় পৌঁছালো।
হুজুর! একটা চিল আমার রুটি মাখন নিয়ে পালিয়ে যায়।
কোনও মানুষ যদি করতো তাহলে ওকে ধরে বন্ধ করে ফেলতাম। কিন্তু চিলের পেছনে কে ছুটবে?
যখন পুলিস কোনও সাহায্য করতে পারলোনা তখন আমার চাচাজীর কাছে যাওয়া উচিত।
চাচা চৌধরী দীপুকে তীর ধনুক চালানো শেখাচ্ছেন।
ঠিক করে লক্ষ্য করো.. ঠিক! এবার ছেড়ে দাও।
বা: বা: ঠিক জায়গায় লেগেছে।
চাচাজী, একটা চিল রোজ আমার রুটি মাখন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়।
এখন আমি দীপুকে তীর চালানো শেখাচ্ছি, একটু পরে এসে তোমার সমস্যা শুনবো
ওদিকে লোটু সব রুটি মাখন খেয়ে ফেলে।
এখনও পেটে খিদে আছে। যা আমার বাঘ, একটা রুটি আরও তুলে নিয়ে আয়।

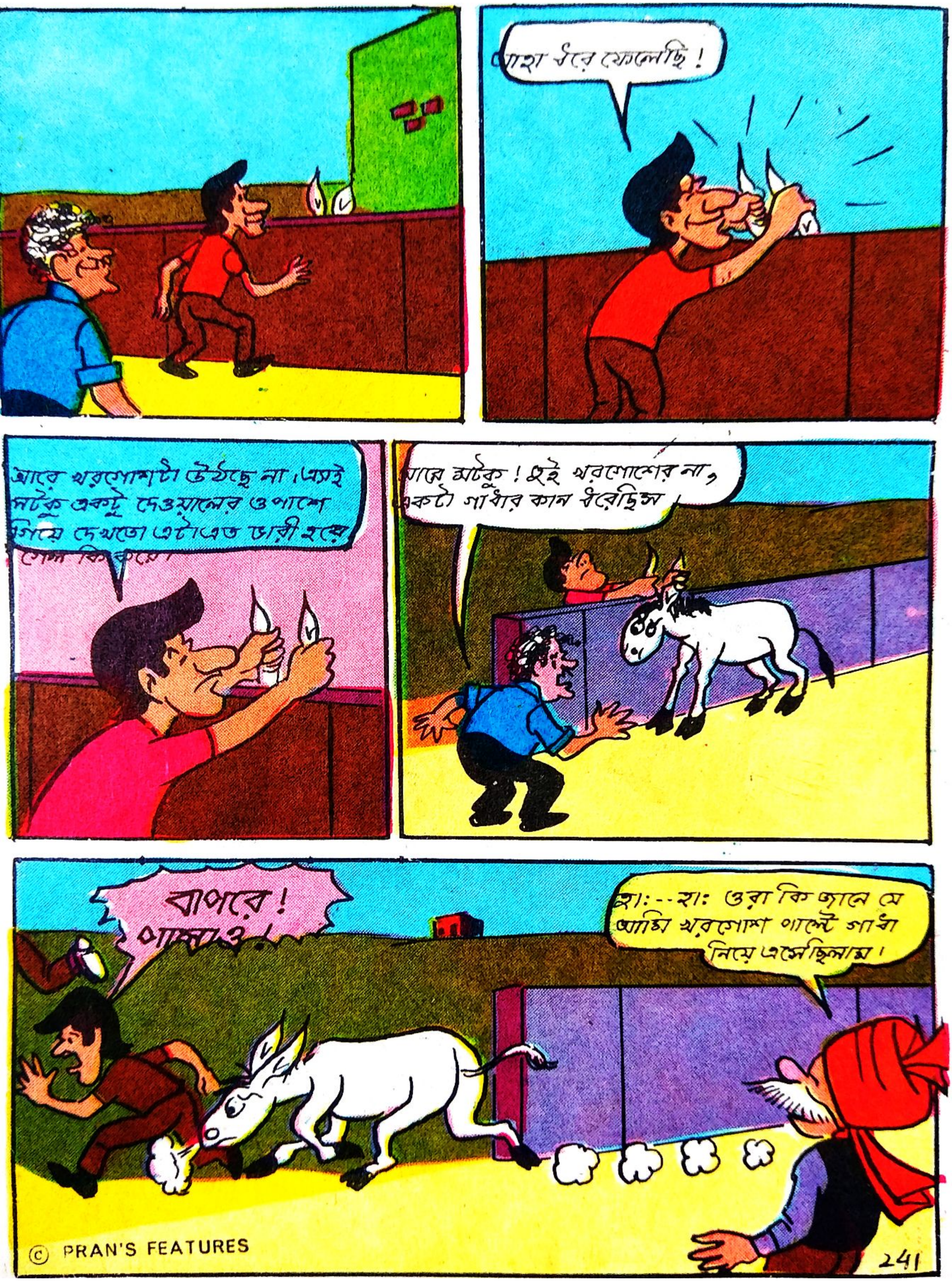

পাখিটা আবার উড়ে এল আর আবার ছোঁ মেরে রুটি তুলে নিয়ে গেল।
দীপু এবার তীরটা আকাশের দিকে ছোড়ো ছিলা টানো আর তীর ছেড়ে দাও।
তীর ছুটলো আর ---
আরে দীপু তোমার তীরে চিলটা মরে গেল।
যে চিলটা আমার রুটি নিয়ে গেল ওটাকে আকাশ থেকে পড়তে দেখলাম। দেখিতো কোথায় পড়লো ?
চল রামু তোর সমস্যা সমাধান করি।
আপনাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না, যে চিলটা রুটি নিয়ে যেত ও আপনার তীরে মারা পড়েছে।
ওদিকে যখন লোটু খবর পেল।
আরো লোটু তোর চিলকে মেরে ফেলেছে।
ক্যা? এবার আমি মরে যাব।



চাচা চৌধরীর খরগোশ
তোমাকে সব্জী আনবার জন্যে দশ দিয়েছিলাম
হ্যাঁ গিন্নী !
পাঁচ টাকার আমি এই সব্জি কিনে নিয়ে এসেছি ।
আর বাকী পয়সা ?
বাকী পয়সা দিয়ে আমি এই খরগোশ কিনে নিয়ে এসেছি ।
এই খরগোশ আমার বাড়ীতে থাকবে না ।
গিন্নী আমার কথা তো শোনো ।
আমি কিছু শুনতে চাই না ! এটা বাড়ী চিড়িয়াখানা নয় যে তুমি যা খুশি তাই পশু তুলে নিয়ে আসবে ।



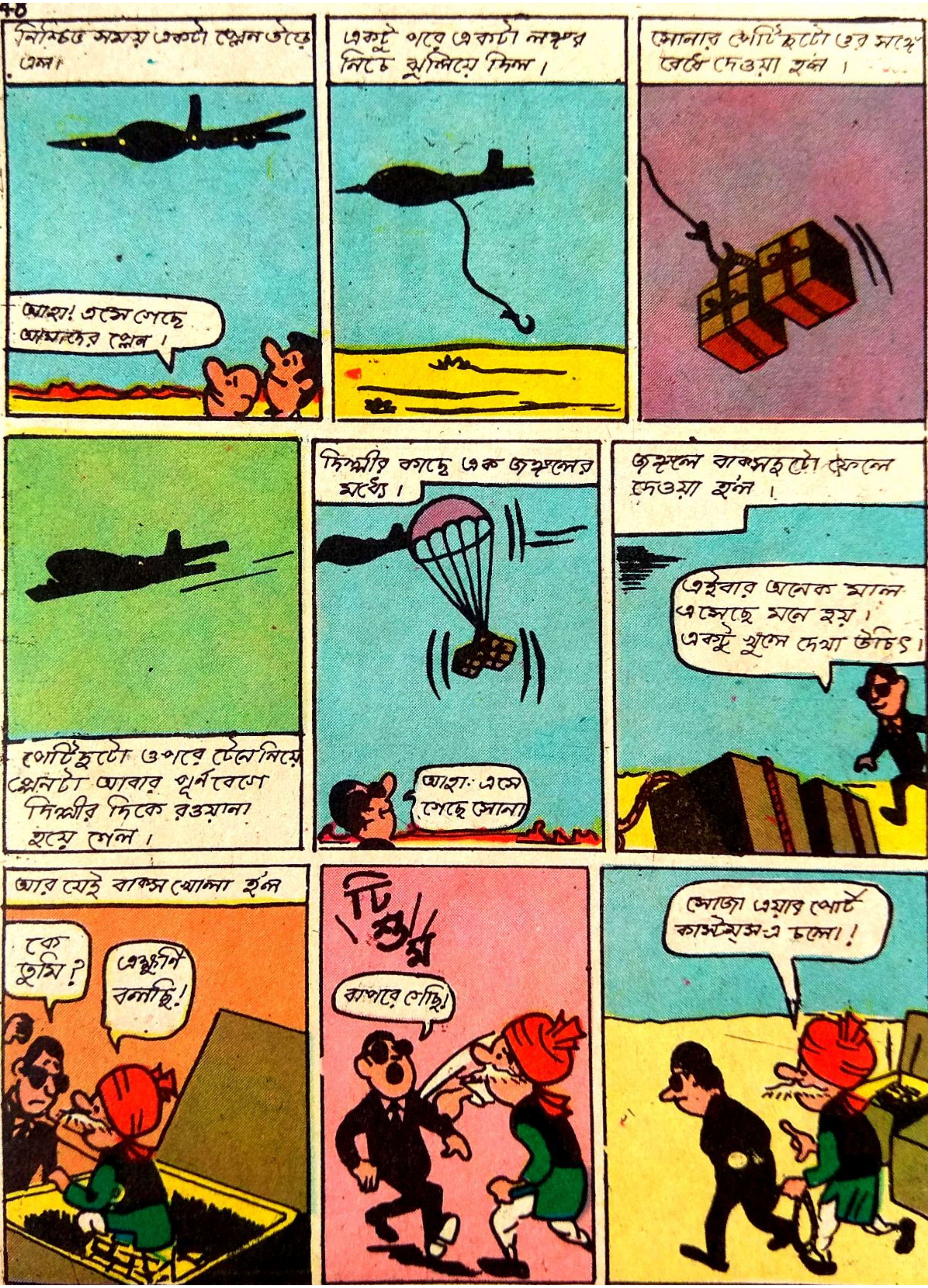
নে ভাই খরগোশ তুই বারাণ্ডায় বসে গাজর খা।
হাঃ হাঃ চাচীর সামনে চাচার কোনও ট্যাঁ-ফোঁ চলেনা।
অ্যাঁই লম্বু তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে কি করছিস? যা নদীতে গিয়ে স্নান করে আয়।
আরে বাপরে!
পরদিন।
আরে ওই লটুক! আজ ম্যাটিনী শো দেখবার ইচ্ছা করছে।
সে তো ঠিক আছে কিন্তু আমার পকেট যে খালি।
আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।
সেটা কিরকম।
চাচা চৌধুরীর ওই খরগোশটা তুলে নিয়ে গিয়ে ওটা বেচে দেব তাতে যে পয়সা পাবো তা দিয়ে সিনেমা দেখবো।
বাঃ!


হা ধরে ফেলেছি !
আরে খরগোশটা উঠছে না। এ্যাই মটকু একটু দেওয়ালের ও পাশে গিয়ে দেখতো এটা এত ভারী হয়ে গেল কি করে?
আরে মটকু ! তুই খরগোশের না, একটা গাধার কান ধরেছিস !
বাপরে ! পালাও !
হাঃ--হাঃ ওরা কি জানে যে আমি খরগোশ পাল্টে গাধা নিয়ে এসেছিলাম।



সোনার স্মাগলিং
এয়ার পোর্টের এক কাস্টমস অফিসার চাচা-চৌধুরীর বাড়িতে।
কিছুদিন থেকে কাঠমান্ডু থেকে ভারতে সোনা স্মাগল হচ্ছে কিন্তু আমরা স্মাগলারকে ধরতে পারছিনা।
আপনি সব প্লেনের তল্লাশী করেন না কেন?
আপনি কি মনে করেন আমরা তল্লাশী নিই না। কাঠমান্ডু থেকে ওড়ার আগে পুলিস সমস্ত প্লেনের তল্লাসী করে তারপর প্লেন দিল্লী পৌছালে আমরা সেই প্লেনের আবার তল্লাশী নিই।
যদি এইরকম ব্যাপার হয় তাহলে আমি অবশ্যই দেখবো।
চাচা চৌধুরী আর দীপুকে প্লেনে করে কাঠমান্ডু পাঠিয়ে দেওয়া হল।
কাঠমান্ডু
এই সোনার পাচার নিশ্চয়ই এয়ার পোর্টের কাছাকাছি কোনও জঙ্গল থেকেই শুরু হয়।
দেখো! মনে হয় দুজন স্মাগলিং দলের মেম্বার। দীপু তুমি জোরে দৌড়াতে পার। তুমি ওদের মনোযোগ নিজেদের দিকে করো তারপর পালিয়ে আসবে।
আচ্ছা চাচাজী!


ওই দেখো ছোকরাটা আমাদের দেখে ফেলেছে।
ও গিয়ে পুলিসকে খবর দিক তার আগেই ওকে ধরে খতম করো।
কোথায় গেল ছোকরাটা?
ও যে একদম গায়েব হয়ে গেল!
চলো ফেরৎ আমাদের সোনার বাক্স গুলোর কাছে প্লেনের আসার সময় হয়ে গেছে।
ওদিকে যখন চাচাজী বাক্সগুলো খুলে দেখলেন তখন তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।
সোনা!
দীপু এই বাক্সে এত জায়গা আছে যে আমি আরামসে এর ভেতরে বসে থাকতে পারি।
দীপু দুটো বাক্স বন্ধ করে, শহরের দিকে চলে গেল।
দুজন স্মাগলার ফেরৎ এল।
ভাগ্য ভালো সোনার বাক্স দুটো যেমন রাখা ছিল সেইরকম আছে।
© PRAN'S FEATURES


নিশ্চিত সময় একটা প্লেন উড়ে এল।
আহা! এসে গেছে আমাদের প্লেন।
একটু পরে একটা লঙ্গর নিচে ঝুলিয়ে দিল।
সোনার পেটি দুটো ওর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ল।
পেটি দুটো ওপরে টেনে নিয়ে প্লেনটা আবার পূর্ণ বেগে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।
দিল্লীর কাছে এক জঙ্গলের মধ্যে।
আহা: এসে গেছে সোনা
জঙ্গলে বাক্স দুটো ফেলে দেওয়া হ'ল।
এইবার অনেক মাল এসেছে মনে হয়। একটু খুলে দেখা উচিৎ।
আর যেই বাক্স খোলা হ'ল
কে তুমি?
এক্ষুণি বলছি!
টিশুম
কাপরে গেছি!
সোজা এয়ার পোর্ট কাস্টমস-এ চলো!


নোটে ভরা ব্যাগ
আরে লোটন, ওই চেদিলাল আসছে। ওর ব্যাগে কমসেকম লাখ দুলাখ টাকা হবে। তুই ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যা।
স্টোর্স
কিন্তু ইয়ার মন্টু ওর চেঁচামেচিতে যদি লোক জড়ো হয়ে যায়?
আরে আমার পিস্তলের সামনে কে আসবে?
ঠিক আছে।
লোটন দৌড়ে গেল আর -
হায় আমার ব্যাগ!
খবরদার! যে সামনে আসবে তাকে গুলি করে দেব।
ধুম!


বাঃ লোটন আমরা লাখপতি হয়ে গেলাম।
টকাস্
উফ!
চাচাজী! ওরা আমার ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে।
এখান থেকে পালাও!
আরে বুড়োটা ব্যাগ নিয়ে কোথায় পালালো!
তুই ওদিকে দ্যাখ, আমি এদিকে দেখছি।
এদিকেই গেছিল ও।


নাজানে বুড়োটা কোথায় গেল ?
ঠক
উফ!
আরে এ তো লোটনের আওয়াজ। ওদিকে যাওয়া উচিৎ।
উফ!
ও যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
লোটন, ওঠ! যে তোকে মেরেছে আমি তার রক্ত চুষে খাব।
ঘটাং
আউ! আউ!
চিন্তা কোরনা সেঠজী তোমার স্বর্ণ সুরক্ষিত আছে

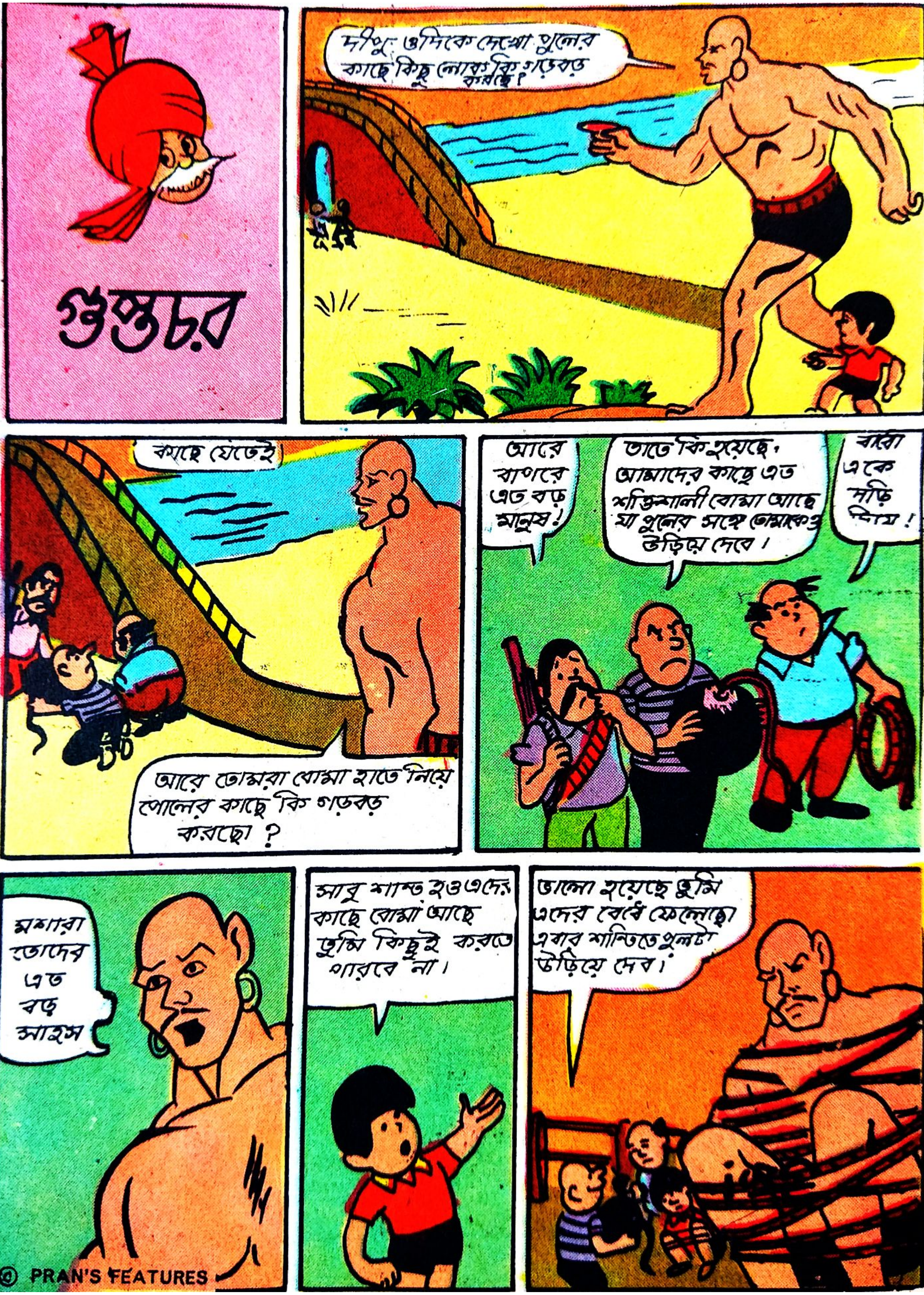


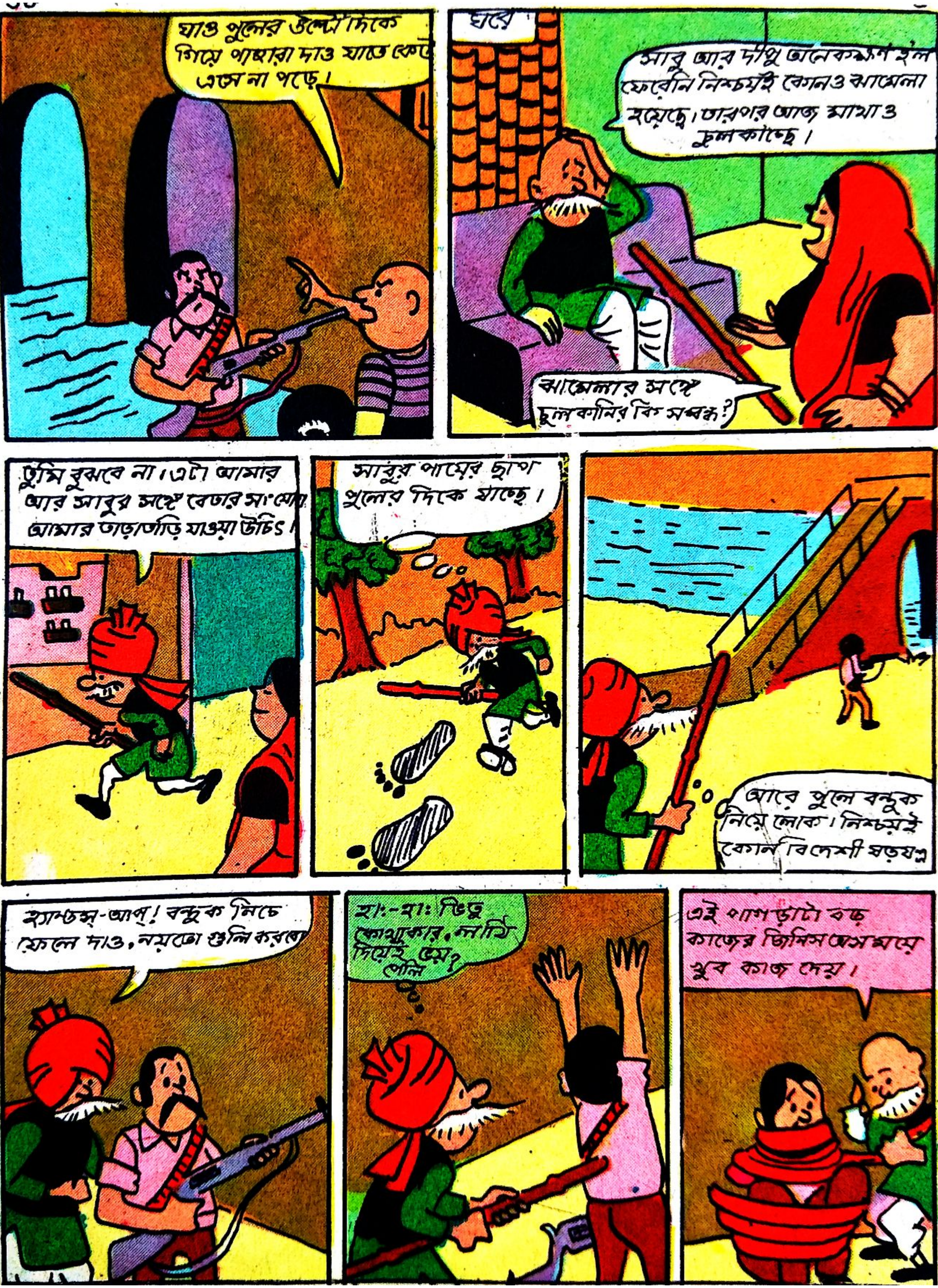
বিল্ডিংএ আগুন
চাচা চৌধুরী আর দীপু একবার দিল্লী বেড়াতে এলেন।
চাচাজী! দেখুন দু'তলা বাস!
এখানে সব দশ-দশ তলা বিল্ডিং তো বাসও তো সেই হিসাবেই হবে।
বাপরে! দেখো রাস্তায় কত গাড়ী!
আমাদের মতো গ্রাম্যলোক এখানকার রাস্তাও পার করতে পারবেনা।
হঠাৎ!
আগুন! আগুন!
কোথায়!
ওই দেখো!
বাঁচাও! বাচাও!
আগুন!



ফায়ার ব্রিগেড কে ডাক না কেন ?
টেলিফোন করা হয়েছে কিন্তু ওর আসতে কম পক্ষে আধ ঘন্টা লাগবে।
ততক্ষনে বিল্ডিং পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।
হায়-হায় আমার দুটো বাচ্চা চার তলায় আটকে আছে। দয়া করে কেউ ওদের বাঁচান। ওরা নাহলে পুড়ে যাবে।
ওপরে যাবার জন্যে সিঁড়ি কোথায় ?
ওদিক দিয়ে যেতে পারবেন না ওদিকে আগুন ধরে গেছে।
লিফ্ট ?
খারাপ হয়ে গেছে
চাচা চৌধরী একটা পড়ে থাকা বাঁশ পেয়ে গেলেন।
এই বাঁশটা আমাকে চারতলায় পৌঁছে দেবে।
চাচা চৌধরী বাঁশটা নিয়ে দৌড়াতে লাগলেন।
যাক! পৌঁছে গেছি !
© PRAN'S FEATURES

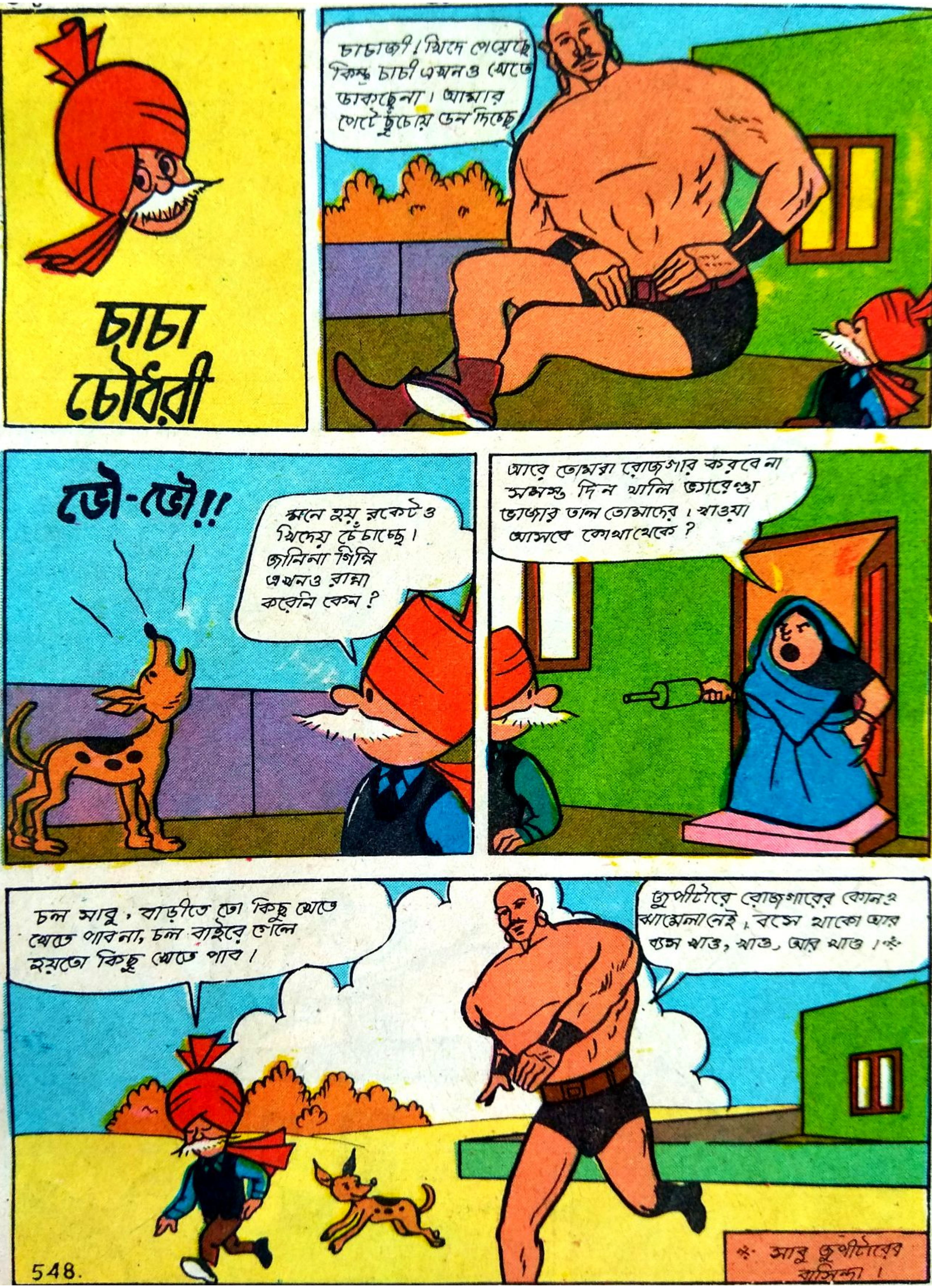

চার তলায়
এস বাচ্চারা! আমার কোলে এস। তাড়াতাড়ি কর সময় খুব কম।
যেই বাঁশটা দিয়ে এসে ছিলাম সেটা পুড়ে গেছে বিল্ডিং-এর এই পাশে নরম মাটি আর বড় ঘাস লাগানো আছে, এখানেই লাফ দিতে হবে।
সবাই পেছনে সরে যাও! এক... দুই...আর তিন!
চার তলা থেকে লাফ দিলেন।
ধড়াম
আহ!
তখনই ফায়ার ব্রিগেড এল।
আগুন নেভাও! জলদি নেভাও!
বাঃ! আশ্চর্য্য করে দিল গ্রামের লোকটা!
কি নাম তোমার?
যদি ও না থাকতো তাহলে বাচ্চা দুটো বাঁচতো না।


গুপ্তচর
দীপু: ওদিকে দেখো পুলের কাছে কিছু লোক কি গড়বড় করছে?
কাছে যেতেই
আরে তোমরা বোমা হাতে নিয়ে পোলের কাছে কি গড়বড় করছো ?
আরে বাপরে এত বড় মানুষ!
তাতে কি হয়েছে, আমাদের কাছে এত শক্তিশালী বোমা আছে যা পুলের সঙ্গে তোমাকেও উড়িয়ে দেবে।
বাবা একে দড়ি দিয়ে!
মশারা তোদের এত বড় সাহস
সাবু শান্ত হও এদের কাছে বোমা আছে তুমি কিছুই করতে পারবে না।
ভালো হয়েছে তুমি এদের বেঁধে ফেলেছো এবার শান্তিতে পুলটা উড়িয়ে দেব।
© PRAN'S FEATURES

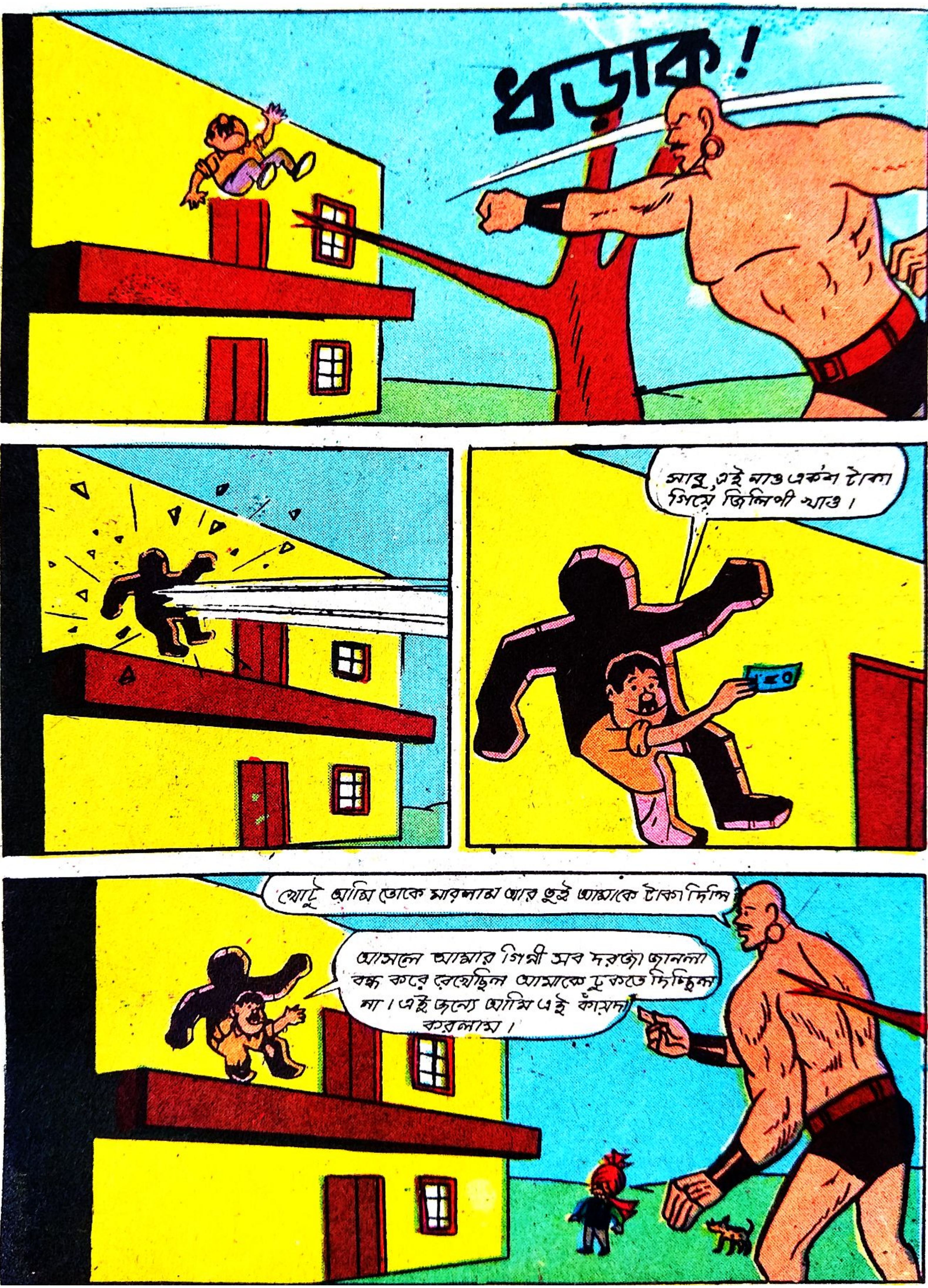

যাও পুলের উল্টো দিকে গিয়ে পাহারা দাও যাতে কেউ এসে না পড়ে।
ঘরে
সাবু আর দীপু অনেকক্ষণ হল ফেরেনি নিশ্চয়ই কোনও ঝামেলা হয়েছে। তারপর আজ মাথাও চুলকাচ্ছে।
ঝামেলার সঙ্গে চুলকানির কি সম্বন্ধ?
তুমি বুঝবে না। এটা আমার আর সাবুর সঙ্গে বেতার সংযোগ। আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত।
সাবুর পায়ের ছাপ পুলের দিকে যাচ্ছে।
আরে পুলে বন্দুক নিয়ে লোক। নিশ্চয়ই কোন বিদেশী ষড়যন্ত্র
হ্যান্ডস্-আপ্! বন্দুক নিচে ফেলে দাও, নয়তো গুলি করবো
হাঃ-হাঃ উজবুক কোথাকার, লাঠি দিয়েই মেরে?
এই পাগড়ীটা বড় কাজের জিনিস অসময়ে খুব কাজ দেয়।



চাচাজী !
শ-শ-চুপ!
নাও আমি বোমে আগুন দিয়ে দিয়েছি
তাড়াতাড়ি পুলে ফেলে দাও।
আরে বোম
ও হো ভাগ্য ভালো বোমাটাকে আমি ধরতে পেরেছি।
যা ফের বিদেশীদের ওপর।
ধড়াম !
পুল বেঁচে গেছে।
চল ভাই সাবু, ওঠ এখন তোকে বিদেশী দের পুলিসে দিতে হবে।


চাচা চৌধুরী
চাচাজী! খিদে পেয়েছে কিন্তু চাচী এখনও খেতে ডাকছেনা। আমার পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে
ভৌ-ভৌ!!
মনে হয় রকেটও খিদেয় চেঁচাচ্ছে। জানিনা গিন্নি এখনও রান্না করেনি কেন?
আরে তোমরা রোজগার করবে না সমস্ত দিন খালি ভ্যারেণ্ডা ভাজার তাল তোমাদের। খাওয়া আসবে কোথাথেকে?
চল সাবু, বাড়ীতে তো কিছু খেতে খেতে পাবনা, চল বাইরে গেলে হয়তো কিছু খেতে পাব।
জুপীটারে রোজগারের কোনও ঝামেলা নেই। বসে থাকো আর ব্যস খাও, খাও, আর খাও।*
* আমি জুপীটারের বাসিন্দা।


হো: হো: !! আমি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। আমার থেকে কেউ জিততে পারবে না।
?
আরে মোটু! গর্ব করতে নেই। গুরুজনরা বলে গেছেন যে অহংকার করলে পতন অবশ্যই।
চাচা চৌধুরী তুমি মিথ্যা কথা বলছো। অহংকারের মাথা সবার চেয়ে উঁচু হয় দেখো আমি উঁচুতে বসে আছি।
সাবু! মোটুকে গুরুজনদের উপদেশ বোঝাও।
© PRAN'S FEATURES


ধড়াক!
সাবু, এই নাও একশ টাকা গিয়ে জিলিপী খাও।
খোটু আমি তোকে মারলাম আর তুই আমাকে টাকা দিলি
আসলে আমার গিন্নী সব দরজা জানলা বন্ধ করে রেখেছিল আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। এই জন্যে আমি এই কায়দা করলাম।




ডাইমন্ড কমিকসে ডায়নামাইট সিরিজের নতুন অত্যন্ত রোমাঞ্চকর কমিকস